ভারতীয় দালালদের ধ্বংসাত্মক কাজের আশংকা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। গত রোববার নারায়ণগঞ্জের নিকটে ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীরা একটি পুল উড়িয়ে দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ন যোগাযোগ সড়কটি অচল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। একই দিনে ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকা থেকে দুষ্কৃতিকারীদের বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে ঢাকার মীরকাদিমে আওলাদে রসুল মওলানা সাইয়েদ মাহমুদে মোস্তফা আল মাদানীকে প্রকাশ্য সভায় ভারতীয় দালালরা গুলী করে হত্যা করেছে। সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যরা একদিকে গোলাগুলি করেছে অন্যদিকে চোরাগুফতাভাবে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের চর ও অনুপ্রবেশকারীদের যে কোন সুযোগে পাক সীমান্তে ঠেলে দেবার চেষ্টায় সক্রিয় রয়েছে।

এছাড়া দেশের অভ্যন্তর ভাবের দু'একটা ঘটনা থেকে কি এটা উপলব্ধি করা যায় না যে রেজাকার ও বদরবাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের দমনে বিরাট সফলতা অর্জন করলেও এখনো এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যাতে সুষ্ঠুভাবে উপনির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং একটি বেসামরিক সরকার শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে যেতে পারে। এমতাবস্থায় যিনি বা যারাই ক্ষমতা হস্তান্তর ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানান না কেন তাদের উক্তি কিছুতেই বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞান ভিত্তিক বলা চলে না।

## প্রহসনমূলক মন্ত্রী সভা গঠন
## ডাঃ মালেক গভর্নর নিযুক্ত

৭ আগস্ট পাকিস্তানী সামরিক জান্তা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও ১৯শে আগস্ট প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৪ জন সদস্যের পদ শূন্য ঘোষণা করে। সামরিক জান্তা ১২ আগস্ট ডাঃ মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠনের প্রহসন সম্পন্ন করে। এই মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ ও জামাতী ইসলামীসহ স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান ও এ. কে. এম. ইউসুফ এই মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন।

দৈনিক সংগ্রামে ১ সেপ্টেম্বর 'ডাঃ মালেক গভর্নর নিযুক্ত' শীর্ষক শিরোনাম দিয়ে ঘটা করে প্রহসনমূলক মন্ত্রীসভা গঠনের সংবাদটি পরিবেশন করা হয়। মাত্র চারটি শব্দ দিয়ে গঠিত ৮ কলাম জুড়ে ব্যানার হেডলাইনটি ছিল বড় বড় অক্ষরে লেখা। মালেক মন্ত্রীসভা গঠন যে দৈনিক সংগ্রামের কাছে খুবই অর্থবহ ছিল তা সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

## ২ সেপ্টেম্বর
## ১৮ জন অফিসার ও অধ্যাপককে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হবার নির্দেশ

২ সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় বক্স করে উপরোক্ত শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। যাঁদের হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা হচ্ছেনঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, ইংরেজির সরওয়ার মোর্শেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা



বিভাগের অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম এবং বাংলা একাডেমীর আবু জাফর শামসুদ্দিন প্রমুখ।

## টিক্কা খান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন

টিক্কা খান একজন ঘাতকের নাম। নিষ্ঠুরতার দিক থেকে তাঁকে কেবল চেঙ্গিস খান, হালাকু খান ও হিটলারের সাথেই তুলনা করা যায়। হিংস্রতার কারণে উপাধি পেয়েছিলেন 'বেলুচিস্তানের কসাই'। কারণ ১৯৬৫ সালে বেলুচিস্তানে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বালুচ জনপদ। মদ ও মেয়ে মানুষেও ছিল তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ এলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে। টিক্কা খানের আগমনে শিহরিত হলো বাঙালী জাতি। এই হিংস্র দানবকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি।

বাঙালী জাতিকে শায়েস্তা করতে প্রচণ্ড উন্মত্ততা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টিক্কা খান ও তার বাহিনী। শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে হত্যার তাণ্ডব চালিয়েছিল এই নর ঘাতক।

টিক্কা খান বাঙালী নিধনযজ্ঞে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তাতে বিশ্ববাসী ধিক্কার না জানিয়ে পারেনা অথচ এই নরপশুর স্তুতি গাইতে ধর্মের ভেকধারী দৈনিক সংগ্রামের বিবেক কখনো দংশিত হয়নি। বিশ্ব জনমতের চাপে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নিতে বাধ্য হলে ২ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম তার প্রশস্তি গেয়ে 'বিদায়ী গভর্নর' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> পাকিস্তানের ইতিহাসের এক চরম সংকট সন্ধিক্ষণে তিনি যে বীরত্ব, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, এ দেশের ইতিহাসে তার এ কীর্তি যেমন চিরদিন অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে, তেমনি এদেশবাসী তার কাছে থাকবে কৃতজ্ঞ।
>
> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তড়িত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আজ হয়তো যেখানে সরকার আওয়ামী বর্বরতার শিকারে পরিণত এক লক্ষ মুসলিম হত্যার শ্বেতপত্র বের করেছেন, সেখানে এ সংখ্যা কোটির কাছাকাছি গিয়ে পৌছালেও বিস্ময়ের কিছু নেই।
>
> তিনি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন ও জাতীয় আদর্শ মাফিক পাঠ্য পুস্তক সংস্কারের সরকারী সিদ্ধান্তকে দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
>
> মোট কথা একদিকে জাতীয় দেহের দুষ্টমোচন অপরদিকে তাকে ব্যাধিমুক্ত অবস্থায় সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী করে গড়ে তোলার যে সব কার্যক্রম অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, তার প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেও যথার্থ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এ প্রদেশে তার কয়েক মাসের কার্যধারা থেকে এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে তিনি কথা কম ও কাজ বেশী করার পক্ষপাতী এবং আত্ম প্রচারের বিরোধী।

মোদ্দা কথা জনাব টিক্কা খান দেশ সেবার অপর কোন আহবানে সাড়া দিতে চলে গেলেও তাকে এ প্রদেশের জনগণ কোনদিনই ভুলতে পারবে না এবং তার প্রতি তারা সকল সময়ই কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

## মালেকের প্রশংসা

বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য পাক সামরিক জান্তা তাবেদার ডাঃ মালেককে গভর্নর করে এবং জামাত-মুসলিম লীগের এদেশীয় কিছু দালালের সমন্বয়ে একটি পুতুল সরকার গঠন করে। জনগন এই সরকারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর 'নতুন গভর্নর' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তান সামরিক জান্তার দোসর ডাঃ মালেকের প্রশস্তি গাওয়া হয়। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ডাঃ মালেক পাকিস্তানের জনসাধারণ বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। আজাদী আন্দোলনে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী, শ্রমিক আন্দোলনে অন্যতম পথিকৃৎ এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। গভর্নর হিসেবে তাঁর নিযুক্তিকে তাই সকলেই অভিনন্দিত করবে।
>
> .....জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমরা জনাব মালেককে গভর্নর হিসাবে পেলাম। তার নিযুক্তি হিন্দুস্থান ও তার অনুচরদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার এদেশের মুসলমানদের জন্য সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর হয়ে উঠুক এবং জাতীয় জীবনের বর্তমান সংকট উত্তরণে তিনি সহায়ক হোক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

## দেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র করার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন

মওলানা আব্দুর রহিম ও গোলাম আযমের বক্তব্যের সপক্ষে ২ সেপ্টেম্বর 'সহযোগিতার দৃষ্টিতে' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সহকারী আমীর মওলানা আব্দুর রহিম বলেছেন, দুষ্কৃতিকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গেরিলা যুদ্ধের মোকাবেলা করা সেনাবাহিনীর দ্বারা সম্ভব নয়। দুষ্কৃতিকারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ও আস্তানা গাড়ে কিন্তু সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ পেলেই পালিয়ে যায়।
>
> অধ্যাপক গোলাম আযম তার বিগত পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে বার বার দাবী করেছিলেন যে দেশপ্রেমিদের সশস্ত্র করা হোক অন্যথায় পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটবে। সুখের বিষয় সরকার এ সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় দেশপ্রেমিকদের শামিল করেছেন।
>
> ...মাওলানা আব্দুর রহিম পূর্ব পাকিস্তানী এক শ্রেণীর পুলিশের উপর অনাস্থা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন এখন পর্যন্ত সরকারী দফতরসমূহে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা বাংলাদেশের প্রোপাগাণ্ডা অব্যাহত রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এরা সরকারী অফিসসমূহে এরূপ করতে থাকবে ততদিন পাকিস্তানকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সফলতা লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।
>
> ....চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত এক চিঠি অনুযায়ী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সর্বাধিক অশান্তি সৃষ্টিকারী লোক পুনরায় প্রশাসনিক কাজে প্রবেশ করেছে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দফতরসমূহ থেকে এসব অনাসৃষ্টিকারী কর্মচারীকে অপসারণ করতে হবে।

## ৩ সেপ্টেম্বর

## জামায়াত সদস্য ডাঃ আইয়ুব আলী মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে আহত

খবরে প্রকাশঃ

> পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের সহকারী প্রধান মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাদেশিক জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আব্দুল খালেক গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে আহত জামায়াতের সদস্য ডাঃ কে এম আইয়ুব আলীসহ অন্যান্যদের দেখার জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে যান।

## ৪ সেপ্টেম্বর

## বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ূর রহমান ভারতীয় এজেন্ট

—মতিউর রহমান নিজামী

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার লক্ষে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিয়ূর রহমান বিমান নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় শিক্ষানবীশ মিনহাজের সাথে হাতাহাতির এক পর্যায়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে উভয়ে নিহত হলে মতিউর রহমান নিজামী মিনজাহের পিতার নিকট শোকবার্তা পাঠান। এই শোক বার্তায় তিনি বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেন। দৈনিক সংগ্রামে ৪ সেপ্টেম্বর ''মিনহাজের পিতার নিকট ছাত্রসংঘ প্রধানের তারবার্তা'' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়ঃ

> পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী শহীদ রশীদ মিনহাজের পিতার নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করেছেন।
>
> ------ পাকিস্তানী ছাত্র সমাজ তার পুত্রের মহান আত্মত্যাগে গর্বিত। ভারতীয় হানাদার ও এজেন্টদের মোকাবেলায় মহান মিনহাজের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখতে তারা বদ্ধ পরিকর।

## সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা ছিল জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর

আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলোকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে ৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে 'সংবাদপত্র থেকে সেন্সরশীপ প্রত্যাহার' শীর্ষক শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দেশের এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের ভূমিকা এমন ছিল যে, যাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে থেকে চিন্তা

করলে কিছুতেই স্বাধীনতার সঠিক প্রয়োগ বলা যেতে পারে না, বরং তাদের ভূমিকা ছিল জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। যেখানে তাদের দায়িত্ব ছিল জাতিকে পথ দেখানো সেখানে তারা জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে। যেখানে তাদের দায়িত্ব ছিল জাতির বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া সেখানে তারা জাতির মীরজাফরদেরকেই তাদের শুভাকাঙ্খী হিসাবে তুলে ধরেছে এবং প্রকৃত শুভাকাঙ্খীদের নানাভাবে জনসমক্ষে চিত্রিত করেছে জাতির দুশমন হিসাবে।

--- রাষ্ট্রদ্রোহী বিদেশী 'দালালরা দেশকে বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেবার মানসে নির্বাচন প্রাক্কালে দুরভিসন্ধিমূলক যেসব উক্তি করতো বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়োজিত তাদের সহচররা সেগুলোতে ঘৃতাহুতি দিত। এহেন পরিস্থিতিতে সরকার জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদেই পাইকারীভাবে সকল প্রকার সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করতে বাধ্য হন। নিজেদের স্বাধীনতার এরূপ অপব্যবহারের ফলে জাতির যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে গেলো এজন্য উল্লেখিত শ্রেণীর সংবাদপত্র অনেকাংশে দায়ী।

## ৬ সেপ্টেম্বর

### ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শণ

৬ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সংবাদটি ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ ৬ কলাম জুড়ে প্রথম পাতায় ব্যানার হেডিং-এ প্রকাশ করে। ব্যানার হেডলাইনে লেখা ছিল, 'সাম্প্রতিক গোলযোগে অভিযুক্ত অপরাধীদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা''।

### পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না

৬ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে কায়েদে আযম ও ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ চার পাতার বিশেষ সংখ্যা বের করে। 'কোন শক্তিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না' ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইন দিয়ে ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ বাণী প্রকাশ করা হয়। বাণীতে ইয়াহিয়া খান বলেনঃ

> ...আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য এসেছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না। কায়েদে আজমের উদ্ধৃতি উচ্চারণ করে বলেন, ঐ সব ব্যক্তিরা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে যারা বোকার মত মনে করে যে, তারা পাকিস্তান ধ্বংস করতে পারবে।

প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রাম পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাণী প্রথম পাতায় বক্স করে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। বাণীগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

> **মওলানা মওদুদীঃ** জামায়াতে ইসলামের আমীর মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী জনগণকে জেহাদের বাণী পুনরুজ্জীবনের আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন এর বলেই ভারতীয় বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয় ও আমরা আমাদের স্বদেশভূমি রক্ষা করতে সমর্থ হই।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে মওলানা মওদুদী বলেন যেঃ



> একই শত্রু কর্তৃক দেশ যখন অপর একটা হামলার সম্মুখীন জাতি তখন এ দিবস উদযাপন করছে। সুতরাং এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য জাতিকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং জেহাদী প্রেরণা শত্রুর পাঁচ গুণ অধিক লোক ও সামগ্রীর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছিল, তার পুনরুজ্জীবন করতে হবে।
>
> **গোলাম আযমঃ** পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনগণকে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি দৃঢ়ভাবে অটল থাকার এবং যে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সবরকমের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান।

### রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারনাঘাত

'আজ ৬ই সেপ্টেম্বর' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়,

> দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশমনদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তি কমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশমনদের রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারনাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব স্বাক্ষর বহন করছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ কামনাই আমরা করি।

### পাক সেনানায়করা রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত

রেজাকারদের সাফল্যের প্রশস্তি গেয়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়িয়ে ''রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষদ্গার' শীর্ষক শিরোনামে ৬ সেপ্টেম্বর আরো একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> মাসাধিককাল ধরে ভারতীয় স্বনামী ও বেনামী বেতার রেজাকারদের বিরুদ্ধে প্রত্যহ বিষদ্গার করে চলছে। সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর হাতে ডজনে ডজনে রেজাকার নিহত আহত ও বন্দী হবার খবর পরিবেশনেও ভুল করছে না। তদের গাত্রদাহের একমাত্র কারণ হচ্ছে এই তারা বাঙালী হয়েও পাক সেনাদের সহযোগিতায় ভারতীয় চরদের নিপাত করছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের ষড়যন্ত্রের গ্রাস থেকে প্রাণ দিয়ে বাঁচাচ্ছে। শুধু তাই নয় পূর্ব পাকিস্তানের বুক থেকে পাকিস্তানবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে ভারতীয় দালাল তাদের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার যে ব্যাপক অভিযান বিদ্রোহী পুলিশদের ছত্রছায়ায় গায়ে গায়ে চালাচ্ছিল রেজাকাররা তাতে প্রচণ্ড বাধ সেধেছে। এমনকি ভারতীয় চরদের আখড়া স্থানীয় রেজাকারদের জানা থাকায় সেনাবাহিনীর চাইতেও কোথাও সাফল্যজনকভাবে তাদের শায়েস্তা করে চলেছে, ফলে সুদূর পল্লীর শান্তিকামী নাগরিকরাও আজ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে পারছে।
>
> ....ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ ও আলবদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাক সেনানায়করা রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।

### অপবাদ মুলত সামরিক সরকারকেই দেওয়া হচ্ছে

যখন রাজাকারদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এমনকি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোও রাজাকারদের সমালোচনায় মুখর,

তখন দৈনিক সংগ্রাম ৬ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে সম্পাদকীয়তে সেসব সমালোচনা খণ্ডন করে উল্লেখ করেঃ

> যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করেছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন। তারা কি করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করেছে তা ভাবতেই অবাক লাগে। অপবাদ মুলত কি সামরিক সরকারকেই দেয়া হচ্ছে না?
>
> সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে তখন তা যদি অন্য কোন দলের কর্মী খতম করা হয়ে থাকে তবে সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতের দালালী করছে।

## ৮ সেপ্টেম্বর

### অবশেষে গোলাম আযম স্বীকার করলেন

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে কার্জন হলে গোলাম আযম যে বক্তৃতা করেন তা ৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। গোলাম আযম বলেন,

> অস্ত্র নিজে যুদ্ধ করে না, অস্ত্র নিজে কোন মত বা পক্ষও অবলম্বন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা হয় মাত্র। তিনি বলেন, অস্ত্র কোন পক্ষে ব্যবহৃত হবে সেটা নির্ভর করে যারা অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের চরিত্র এবং মন-মানসের ওপর। সে হিসাবে দেশের ভাগ্য যোদ্ধাদের চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানী সৈন্যদের যদি সামরিক ট্রেনিং এর সাথে সাথে সঠিকভাবে আদর্শিক ট্রেনিং দেওয়া হতো তবে তাদের কিছু অংশ পাকিস্তানের অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতো না।

এতদিন গোলাম আযম এবং তার মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম বলে আসছিল, ভারতের অনুপ্রবেশকারী ভারতের অস্ত্র দিয়ে নাশকতামূলক কাজ করছে। কিন্তু উপরোক্ত বক্তৃতায় গোলাম আযম মনের অজান্তেই স্বীকার করেন যে, কিছু পাকিস্তানী পাকিস্তানের অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

### ছাত্রসংঘ কর্মীরা পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষা করবে।

—মতিউর রহমান নিজামী

পাকিস্তান দিবসে কার্জন হলে মতিউর রহমান নিজামী যে বক্তৃতা করেন সেটিও ৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে ছাপা হয়। খবরে প্রকাশঃ

> ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি নিজামী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিটি কর্মী দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমন কি তা পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতেও প্রস্তুত।

## ৯ সেপ্টেম্বর

### পি. আই. এ. বিমানে সশস্ত্র প্রহরী নিয়োগ

এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের বিমানগুলোও হুমকির সম্মুখীন হয়ে উঠলে পাকিস্তান সরকার বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা



গ্রহণ করলে দৈনিক সংগ্রাম ৯ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে প্রথম পাতায় উল্লেখ করেঃ

> পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস তার সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফ্লাইটে হাইজ্যাকিং রোধের চেষ্টার জন্য ইউনিফরম পরিহিত সশস্ত্র বিমান প্রহরী নিয়োগ শুরু করেছে।
>
> আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটসহ আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে বিমান প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে। এসব বিমান প্রহরীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিষ্ঠার সাথে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং পি.আই.এ.-র নেটওয়ার্কের সাথে পরিচিত করে তোলা হয়েছে।

### উদ্বাস্তু শিবিরের অন্তরালে

উপরোক্ত শিরোনামে ৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় হিন্দু গুণ্ডাদের দ্বারা মুসলমান যুবতী ও মহিলা ধর্ষিতা হওয়া সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।...

### দশজন রেজাকার শহীদ

৯ সেপ্টেম্বর 'প্রেসিডেন্টের এবারের ক্ষমা' শীর্ষক শিরোনামে লিখিত সম্পাদকীয়তে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত রাজাকারদের শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়ঃ

> আমাদের প্রতিনিধি প্রেরিত সংবাদে জানা গেছে ৫ তারিখ বিকালে দুষ্কৃতিকারীরা চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র খুরশীদ মহলের সামনে একটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় যার ফলে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ১০ ব্যক্তি আহত হয়। এদিন রাতে তারা পাটিয়ায় টহলদানরত দু'জন রেজাকার, আনোয়ারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানসহ তিনজন, সীতাকুণ্ড ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানসহ দশজন রেজাকারকে শহীদ করে।

## ১০ সেপ্টেম্বর

### হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ্যদের পদলেহী আওয়ামী লীগ জাতিদ্রোহী

'শহীদ মাদানী দিবস' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে,

> শহীদ মাদানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জানা অজানা শহীদরা তাদের জীবন কোরবানী দিয়ে আমাদের এ কথাই বলে গেছেন এবং বলে যাচ্ছেন হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের জাতিদ্রোহী চক্র এদেশ থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে হিন্দুদের বহুকাল লালিত জঘন্য মতলবকে বাস্তবায়িত করতে চায়।

## ১১ সেপ্টেম্বর

### জিন্নাহর মৃত্যু দিবসে ক্রোড়পত্র

১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রাম দুই পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

এ ছাড়া এ দিবস উপলক্ষে প্রথম পাতায় ইয়াহিয়া খানের একটি বাণী প্রকাশ করা হয়। 'পাকিস্তানের আদর্শকে উজ্জীবিত করে তুলুন' শিরোনামটি প্রথম পাতায় ৮ কলাম জুড়েছিল।

এ ছাড়া জিন্নাহর ছবিসহ বক্স করে যে নিবন্ধটি ছাপা হয়, তার শিরোনাম ছিল 'আজ কায়েদে আজমের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী'।

## 'কায়দে আজম' এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব

ইসলামের লেবাসধারী জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম জিন্নার প্রশংসায় সর্বদা পঞ্চমুখ ছিল। পত্রিকাটি জিন্নাহকে ইসলামের মহান নেতা হিসেবে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছে। অথচ জিন্নাহ রাজনৈতিক কারণে ইসলামকে ব্যবহার করলেও ব্যক্তি জীবনে তিনি ইসলামকে কখনও প্রয়োগ করেননি। দোমিনিক লাপিয়ের ও ল্যারি কলিন্সের সাড়া জাগানো বই 'ফ্রিডম এট মিড্ নাইট' (পৃষ্ঠা ১১৯) গ্রন্থে জিন্নাহ সম্পর্কে বলেছেনঃ

''উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঠাকুরদাদার ইসলাম ধর্মটুকু ছাড়া আর কোন কিছুর মধ্যে মুসলমানী খানদান ছিল না। তিনি মদ্য পান করতেন, শুয়রের মাংস খেতেন। ....যেই নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে এইসব নিষিদ্ধ কাজ করতেন, সেই নিয়মনিষ্ঠা মেনেই শুক্রবার দিন মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।''

অথচ দৈনিক সংগ্রাম জিন্নাহর প্রশস্তি গাইতে যেয়ে ১১ সেপ্টেম্বর ''কায়েদে আজম'' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে কায়েদে আজম এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই উপমহাদেশের মুসলমানরা এক সংকটকালে তাঁকে নেতা হিসাবে পেয়েছিল।
>
> ---- - মুসলমানরা কায়েদে আজম আদর্শ এবং ঈমান, একতা, শৃঙ্খলার বাণী অনুসরণ করেই তাদের সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। আমরা তাঁর আদর্শ ও অমর বাণী অনুসরণ করেই দেশ ও জাতিকে সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করে বর্তমান জাতীয় সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি।

## জাতির পিতা জিন্নাহ

১২ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম জিন্নাহর মৃত্যু দিবস পালনের সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করে। এদিনের ৫ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইনের শিরোনামটি ছিলঃ

> উপযুক্ত মর্যাদার সাথে গোটা দেশে জাতির পিতার মৃত্যু বার্ষিকী পালিত। কায়দে আজম আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ পাকিস্তান গড়ার শপথ।

## গোলাম আযম উদ্বোধন করেন।

১২ সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় আরো একটি ছবি ছাপা হয়। ছবির ক্যাপশানে লেখা হয়ঃ

> পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ ঢাকা শহর শাখা গতকাল শনিবার কার্জন হলে কায়েদে আজম সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ স্মৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান গোলাম আযম এর উদ্বোধন করে প্রদর্শনী দেখেন।



## ১৩ সেপ্টেম্বর

### আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থেই আবশ্যক

--গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে ১৩ সেপ্টেম্বর গোলাম আযমের একটি সাক্ষাৎকার দ্বিতীয় পাতায় ছাপা হয়।

৪ মাসের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের অভিমত কি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,

> দুষ্কৃতিকারী দমন না হলে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসুবিধাজনক বৈকি। কারণ দুষ্কৃতিকারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা না হলে জনগণ নিরাপত্তাবোধ করবে না এবং প্রার্থীদের নিরাপত্তা সম্ভব নয়।

ইয়াহিয়া খান জামায়াতে ইসলামীর দাবি অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের পদ বাতিল করলেও উপ-নির্বাচনে যাওয়ার মত সৎ সাহস যে জামায়াতে ইসলামের ছিল না, গোলাম আযমের কথা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

### বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের তালাশ করে বের করতে হবে

--গোলাম আযম

'আমাদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থেই আবশ্যক' শীর্ষক শিরোনামে গোলাম আযমের যে সাক্ষাৎকার ১৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছিল তার শেষ পর্ব ১৪ সেপ্টেম্বর ছাপা হয়। শেষ পর্বে গোলাম আযমকে আরো একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিলঃ **পাকিস্তানের পরিস্থিতির স্বাভাবিক-করণের জন্য আপনার মতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?**

জবাবে গোলাম আযম বলেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের সমস্ত উপদল বাংগালী জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী সেজে তাদের চিন্তা নায়কদের গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। তার মোকাবেলা করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী সকল মহল থেকে এসব মহলের পরিচালকদের তালাশ করে বের করতে হবে। কারণ যারা হাতবোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে তারাই দুষ্কৃতিকারী নয়। তাদেরকে যারা ব্যবহার করছে তারা বড় দুষ্কৃতিকারী। তাদের হাতে হাতবোমা ও অস্ত্রশস্ত্র নেই বলে তারা দুষ্কৃতিকারী নয় বলে মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ময়দানে কর্মরত দুষ্কৃতিকারী দমন করলেও এদের দমন ব্যতীত দুষ্কৃতিকারী সাপ্লাই হওয়া বন্ধ হবে না।

## পাকিস্তানী মিশনগুলোকে আরো সক্রিয় হতে হবে

১৩ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়ঃ

> জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানের জন্য মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ আলী বলেছেন, গত ২৫শে মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে সেখানকার জনমানসে এমন চিত্র তুলে ধরে যাতে মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানে কেউ বুঝি বেঁচে নেই। কিন্তু প্রচারণার জবাব

দিয়ে জনমনের ভুল,বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য আমাদের বৈদেশিক মিশনগুলোর প্রচারযন্ত্র মোটেই শক্তিশালী ছিলো না। .....আমাদের বৈদেশিক মিশন ও প্রচারযন্ত্রগুলো যতদিন পর্যন্ত এর জবাব দেয়ার মত তৎপর ও শক্তিশালী না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ভুল বোঝাবুঝি দুর হবে না।

## বর্তমানে জাতির পিতাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে

১৩ সেপ্টেম্বর 'জিন্নার স্মৃতি প্রদর্শনী' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

জাতির পিতা কায়েদে আজমের ২৩তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী রাষ্ট্রের জনক মরহুম কায়েদের আজম বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাস এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তার দান সাধারণভাবেই মুসলিম জাতি এবং বিশেষভাবে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান কোনদিনই ভুলতে পারবে না। কায়েদে আজমের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই বার কোটি মুসলমানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে এবং সৃষ্ট পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য ভুখণ্ডের মুসলমানদের জন্য আশা আকাঙ্খার উৎসে পরিণত হয়েছে। এহেন মহৎ ব্যক্তিকে চিরদিন আমাদের মধ্যে অমর রাখা এবং তার শিক্ষা আদর্শের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দান যেভাবে পেশ করা উচিত ছিল সেভাবে হয়নি। --- বর্তমানে যখন জাতির পিতাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্তৃক জাতির পিতার জীবনী ও কাজের উপর আয়োজিত এহেন উদ্যোগ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই কর্মী বাহিনীই জিন্নার মহাদান পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করতে সক্ষম হবে।

## ১৫ সেপ্টেম্বর

### অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী

—মতিউর রহমান নিজামী

যশোহরে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীসভায় মতিউর রহমান নিজামীর একটি বক্তব্য ছাপা হয়। দৈনিক সংগ্রাম ১৫ সেপ্টেম্বর 'অপরিনামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী' শিরোনামে প্রকাশ করেঃ

নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী তার সার গর্ভ ভাষণে বলেনঃ পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু সবকিছুই অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী নেতার বলগাহীন রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। বিগত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে (আঞ্চলিক) দল ও সারা পাকিস্তানভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য ছিল।

## আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেছেন

২৫ মার্চের রাত থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা যে প্রচণ্ড উন্মত্ততা নিয়ে বাঙালীদের লাঞ্ছিত করেছিল, তাতে মতিউর রহমান নিজামী উল্লাস প্রকাশ করে বলেনঃ



সম্প্রতি যারা পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানকে যারা আজিমপুরের গোরস্থান বলে শ্লোগান দিয়েছিল তাদেরকে পাকিস্তানের মাটি গ্রহণ করেনি। তাদের জন্য কোলকাতা আর আগরতলা মহাশ্মশানই যথেষ্ট।

## রাজাকারদের উদ্দেশ্যে নিজামী

যশোহর জেলায় রাজাকারদের সদর দফতরে সমবেত রাজাকারদের উদ্দেশ্যে মতিউর রহমান নিজামী ভাষণ দেন। 'অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংগ্রামে বলা হয়ঃ

পবিত্র কোরআন সুরায়ে তওবার ১১, ও ১১২ আয়াতের আলোকে জাতির এই সংকটজনক মুহূর্তে প্রত্যেক রেজাকারকে ঈমানদারীর সাথে তাদের উপর অর্পিত এ জাতীয় কর্তব্য পালনে সচেতন হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান।

## ঐ সকল ব্যাক্তিকে খতম করতে হবে

নিজামী আরো বলেনঃ

আমাদের প্রত্যেককে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান সৈনিক হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত এবং মজলুমকে আমাদের প্রতি আস্থা রাখার মত ব্যবহার করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে ঐ সকল ব্যক্তিকে খতম করতে হবে। যারা সশস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

## ১৬ সেপ্টেম্বর

## ডাঃ মালেককে অভিনন্দন

১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে 'গভর্নরের ভাষণ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তান সামরিক জান্তার মনোনীত গভর্নরের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণের প্রশংসা করে লেখা হয়,

....পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ এস মালিকের পয়লা বেতার ভাষণটি এ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত পূর্ণত্বে পৌছতে সহায়ক বলেই আমাদের বিশ্বাস ''....দুষ্কৃতিকারীর অপারেশনে প্রত্যহ বহু নিরস্ত্র নাগরিক প্রাণ দিচ্ছে, অসংখ্য ঘর জ্বলছে। সম্পদ লুট হচ্ছে ও অধিকাংশ বিশিষ্ট নাগরিক পালিয়ে এসে শহরে আশ্রয় নিয়েছে।...মাননীয় গভর্নরের ভাষণে যে অতীতের ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততার অবসান কামনা করে, দেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানানো হয়েছে তা এখন বাস্তব অসুবিধা দুরীকরণের উপর নির্ভরশীল। তাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

### দুনিয়ার কোন শক্তিই পাকিস্তান ধ্বংস করতে পারবে না

—নিজামী

উপরোক্ত শিরোনামে তৃতীয় পাতায় মতিউর রহমান নিজামী ''তথাকথিত বঙ্গদরদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে সাহসের সাথে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার নাম দিয়ে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের দালালরা হিন্দুস্তান অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন শুরু করেছিল।''

'পাকিস্তান–জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আবার
বজ্রকণ্ঠের শপথ

১৬ সেপ্টেম্বর উপসম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল 'আমাদের আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ'। উল্লেখ করা হয়ঃ

> হিন্দু ইহুদী ষড়যন্ত্রের সদ্য অপসৃষ্টি তথাকথিত স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে মুসলমানের জাতশত্রুরা পাকিস্তান, ইসলাম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের মূলে যে বিষ ঢালছে তা জেনে শুনে কি আমরা নিশ্চুপ হয়ে থাকব--- পূর্ব পাকিস্তানের গুটিকতক অর্বাচীন বিতর্কমনা মুসলমানধারী ছাড়া আর বাকী সবাই তো পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আবার বজ্রকঠোর শপথ নিল। ষড়যন্ত্রকারীদের সৃষ্ট জয়বাংলা শ্লোগানের আবরণের বাংগালী জাতীয়তাবাদীকে পদদলিত করে পাকিস্তানী হিসাবে পূর্বের মতই সগৌরবে নিজেদেরকে পরিচিত করতে লাগল।

## ১৭ সেপ্টেম্বর

**কালেমার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য**
**রেজাকারদের কাজ করে যেতে হবে**

— গোলাম আযম

১৭ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে রাজাকারদের উদ্দেশ্যে গোলাম আযমের ভাষণ ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। গোলাম আযম বলেনঃ

> .....কিছু সংখ্যক লোক আমাদের মধ্যে থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তারাই এর জন্য দায়ী। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। যারা পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন, যারা আমাদের উপর আঘাত হানে যারা হাজার হাজার আলেমকে শহীদ করেছে। এমনকি নবীর বংশধরদের রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।

## ১৮ সেপ্টেম্বর

**'সত্যিকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ**

—গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে রেজাকার শিবিরে গোলাম আযমের একটা বক্তৃতা ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। গোলাম আযম বলেনঃ

> একমাত্র মুসলিম জাতীয়তার পূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য জীবন দান করতে পারেন।

### তাঁবেদার মন্ত্রীপরিষদ গঠন

এ সময় পাকিস্তান সামরিক জান্তার অধীনে একটি তাঁবেদার মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সংবাদটি দৈনিক সংগ্রামে ১৮ সেপ্টেম্বর ঘটা করে প্রকাশ করা হয়। ৭ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইনে সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ গঠিত। ১৮টি ছবিসহ সংবাদে মন্ত্রীদের নাম প্রকাশিত হয়। মন্ত্রীরা হচ্ছেনঃ

> আবুল কাশেম, আব্বাস আলী খান, আখতার উদ্দীন আহম্মদ, এ এস এম সুলায়মান, মওলানা এ কে এম ইউসুফ, মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, নওয়াজেশ আহমদ, মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, অধ্যাপক শামসুল হক।



## ১৯ সেপ্টেম্বর

### অতীতের যে কোন মন্ত্রী সভা থেকে ভাল

বেসামরিক প্রলেপ দেওয়ার জন্য ডাঃ মালেকের অধীনে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের বিতর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে মালেক মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। বিতর্কিত এই মন্ত্রী পরিষদ দেশবাসী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মালেক মন্ত্রী পরিষদ সবচেয়ে বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯ সেপ্টেম্বর 'সংকটতম সন্ধিক্ষণের সার্বজনীন মন্ত্রীসভা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে দৈনিক সংগ্রাম এই মন্ত্রী পরিষদকে অতীতের যে কোন মন্ত্রী পরিষদ থেকে ভাল বলে আখ্যায়িত করে উল্লেখ করেঃ

> বাধাপ্রাপ্ত গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ আব্দুল মুতালিব মালিক প্রাথমিক পর্যায়ে দশ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ করে।
>
> ....সর্বদলীয় বলেই এতে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত সব ধরনের সদস্য রয়েছেন। তার ফলে স্বভাবতই সামগ্রিক বিচারে এ মন্ত্রীসভা যোগ্যতা ও চরিত্রে অতীতের যে কোন মন্ত্রীসভা থেকে ভাল বলে মনে হচ্ছে।..বলতে দ্বিধা নেই এ মন্ত্রীসভার সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত ও দেশ প্রেমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মনোনয়নের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি গবর্ণরের ভালবাসা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে।

**বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী ক্ষতিকর**

—গোলাম আযম

মোহাম্মদপুরে রাজাকারদের সমাবেশে গোলাম আযম যে ভাষণ দেন তা ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশ করে। গোলাম আযম বলেনঃ

> বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী ক্ষতিকর। আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্য শত্রু তৈরী হয়েছে। সেই শত্রু সৃষ্টির কারণ আর যাই হোক সেদিকে নজর দিতে হবে। কালেমার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য রেজাকারদের কাজ করে যেতে হবে।

## ২২ সেপ্টেম্বর

**পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য এক শ্রেণীর ছাত্রও দায়ী**

—আব্বাস আলী খান

২২ সেপ্টেম্বর, সংগ্রামের প্রথম পাতায় আব্বাস আলী খানের মহসীন হল পরিদর্শনের একটি ছবিসহ সংবাদ পরিবেশিত হয়। মহসীন হল পরিদর্শনে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আব্বাস আলী খান বলেনঃ

> পাকিস্তান ধ্বংসের গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর অসীম রহমতের ফলে পাকিস্তান বেঁচে গেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের এই ধ্বংসের গহবরে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য এক শ্রেণীর ছাত্রও দায়ী।

## ২৩ সেপ্টেম্বর

### ষড়যন্ত্রকারীরা মুজিবরের সাথে একত্রিত হয়

'পূর্ব পাকিস্তানের সংকটে ভারতের ভূমিকা' উপসম্পাদকীয়তে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে সত্য হিসাবে চিত্রিত করতে গিয়ে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ সেপ্টেম্বর উল্লেখ করা হয়ঃ

১৯৬৭ সালে যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে পড়ে তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধীদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উক্ত মামলায় সাক্ষ্য দানকালে বহু সাক্ষীই উক্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই মুজিবের যোগসাজশের কথা ব্যক্ত করেছে।....সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার মনোভাব নিয়ে বিপ্লবাত্মক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারীগণ মুজিবের সাথে একত্রিত হয়।

### ধর্মনিরপেক্ষ ও আদর্শহীন শিক্ষানীতি পাল্টাতে হবে

—আব্বাস আলী খান

জামাত নেতা আব্বাস আলী খান ও মওলানা এ কে এম ইউসুফ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার তাবেদার সাবেক মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই দুইজন মন্ত্রীসহ আরো একজন মন্ত্রীকে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা সংবর্ধনা দেয়। দৈনিক সংগ্রাম ২৩ সেপ্টেম্বর সংবর্ধনার এই খবর প্রথম পাতায় প্রকাশ করে। সংবর্ধনা সভায় মালেক মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান বলেনঃ

> ধর্মনিরপেক্ষ ও আদর্শহীন শিক্ষানীতিকে না পাল্টানো হলে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। যুব সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের পটভূমিকার সাথে পরিচিত করে তোলার জন্য ইসলামভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

### যুব সমাজ নিজেদের পাকিস্তানী ও মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে

—এ কে এম ইউসুফ

উপরোক্ত সংবর্ধনা সভায় মওলানা ইউসুফ বলেনঃ

> যুব সম্প্রদায়কে পাকিস্তান সৃষ্টির মূল লক্ষ্য অনুধাবনের জন্য আহ্বান জানান।....যুব সমাজকে পাকিস্তান সৃষ্টির মুল লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি বলেই আজ তারা নিজেদের পাকিস্তানী ও মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে।

### একটি আষাঢ়ে গল্প

মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে নানা রকম গুজব রটনা করাই দৈনিক সংগ্রামের দৈনন্দিক কাজের একটা অংশ ছিল। এরূপ একটি প্রহসনমূলক খবর ২৩ সেপ্টেম্বর 'পলাতক সেনার আত্মহত্যা' শিরোনামে ছাপা হয়। খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন পলাতক সেনা মুর্শিদাবাদে একটি ট্রেনিং ক্যাম্পে আত্মহত্যা করেছে।
>
> ....ভারতীয় সেনারা পলাতককে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিলে সে তা অস্বীকার করে। ফলে ভারতীয় সেনারা তার উপর নানা রকম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। বন্দী অবস্থায় তাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি। সহকর্মীর কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে নিজের দেহে গুলি করে।

এই কাহিনীতে দৈনিক সংগ্রাম পলাতক সৈনিকের কোন নাম প্রকাশ করেনি। এতে বোঝা যায় গল্পটি নেহায়েত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও কাল্পনিক।



### ২৪ সেপ্টেম্বর

### দেশ প্রেমিক যুবকরাই তাদের নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম

২৪ সেপ্টেম্বর শেষ পৃষ্ঠায় নিজামীর ভাষণ প্রকাশিত হয়। নিজামী বলেনঃ

> সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাদের স্থানীয় দালালরা দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করার জন্য যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকরাই তাদের কার্যকরীভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম।

### গ্রাম নিয়ে ভাবনা

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গ্রামগুলো মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। রবার্ট পেইন তার ম্যাসাকার গ্রন্থে (বাংলা ভাষান্তর, পৃঃ ৩৭) যুদ্ধকালীন সময়ের গ্রাম বাংলার একটা চমৎকার ও জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। রবার্ট পেইন বলেনঃ 'দিনের বেলাতে এসব গ্রামগুলোতে তেমন কোন উন্মাদনা দেখা না গেলেও রাতেই যেন জেগে উঠত সমস্ত গ্রাম। মানুষগুলো যেন স্বাধীন হয়ে উঠতো। গ্রামের আনাচে কানাচে, খালে বিলে চলাচল করত তারা... ....গ্রামবাসীরা অত্যন্ত সুকৌশলে এবং নিশ্চিতভাবে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাতো।'

আর সে কারণেই গ্রামগুলো সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম বিচলিত হয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর 'জন নিরাপত্তার প্রশ্ন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> আজকে দেশের বিশেষত পল্লী অঞ্চলের জননিরাপত্তার প্রশ্নটি প্রকট হয়ে উঠেছে। -
> -- জেল পালানো আর দেশ তাড়ানো দুষ্কৃতিকারীরা দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র নাগরিকদের খতম করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। থানাসমূহ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। শুধুমাত্র যেখানে পর্যাপ্ত রেজাকার রয়েছে সেখানে কিছুটা নিরাপত্তা রয়েছে। তাও আবার থানার নিয়ন্ত্রিত রেজাকার হলে তাদেরও নিষ্ক্রিয় থাকতে হচ্ছে।

### ২৫ সেপ্টেম্বর

### শান্তি কমিটি কর্তৃক মন্ত্রীদের সংবর্ধনা

প্রথম পাতায় তেজগাঁ থানার শান্তি কমিটি কর্তৃক প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সম্মানে সংবর্ধনার একটি খবর বক্স করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। খবরে মন্ত্রীদের ছবি ছাপানো হয়। খবরে প্রকাশঃ

> যাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় তারা হলেন আব্বাস আলী খান, এ কে এম ইউসুফ ও মওলানা ইসহাক, সংবর্ধনা সভায় মন্ত্রীরাও বক্তৃতা করেন।
>
> বক্তৃতায় আব্বাস বলেন, ''সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তান সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করলে কোন শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না।''
>
> এ কে ইউসুফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ইসলামের দুশমনরা এর অস্তিত্ব ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন পন্থায় তারা এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। কিন্তু মার্চ মাসের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকেও ইউসুফ এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণাম বলে উল্লেখ করেন।''

## ২৬ সেপ্টেম্বর

পাকিস্তান যদি না থাকে জামায়াত কর্মীরা
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বার্থকতা মনে করে না–
—গোলাম আযম

পাকিস্তান সামরিক জান্তার অধীনে যেসব জামাত নেতারা তাঁবেদার মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের জামায়াত কর্তৃক সংবর্ধনা দেওয়া হলে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় সে খবর গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয়।

সংবর্ধনা সভায় গোলাম আযম বক্তৃতায় উল্লেখ করেনঃ

> দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে যে সব পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকই জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত।...পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে জামায়াত কর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা মনে করে না।

## ২৮ সেপ্টেম্বর

### শেখ সাহেবের খাদ্য তালিকা

নিষ্ঠুরতার দিক থেকে জামায়াত ও তাদের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম কখনও কখনও তাদের মুনিব পাক সামরিক জান্তাকেও অতিক্রম করে যেত। নির্জন কারাবাস জীবনে শেখ সাহেবকে সামরিক জান্তা যেসব সুযোগ দিয়েছিল তাতে দৈনিক সংগ্রামে ক্ষোভ প্রকাশ করে ২৮ সেপ্টেম্বর 'শেখ সাহেবের খাদ্য তালিকা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> বলা বাহুল্য নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ প্রধানের থাকা খাওয়ার এ স্বাচ্ছন্দ্য বলে দেয়, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষিত হলেও রাজবন্দীর মর্যাদাই পেয়েছেন। অন্য ভাষায় তাকে রাজ অতিথিও বলা চলে।
>
> ...আমাদের বক্তব্য শুধু একটিই যে শেখ সাহেবের জন্য আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের শিকার হয়ে ধন দিল, মান দিল, প্রাণ দিল এমনকি অনাহারে অনিদ্রায় চিকিৎসাহীনভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু নিঃশেষিত হল ও অজস্র তরুণেরা চিরতরে অকালে ঝরে গেল সেই শেখ সাহেবের থাকা খাওয়ার এ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই শোক সন্তপ্ত ও দুঃখ নিশার আঁধারে জর্জরিত প্রাণগুলোকে খুব আনন্দ দেবে না।

## ২৯ সেপ্টেম্বর

### মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রগণ সুচনাতে সাবধান করে আসছিল

'পাকিস্তান কায়েম ও রক্ষায় সহযোগিতাকারী' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ২৯ সেপ্টেম্বর উল্লেখ করা হয়ঃ

> ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য যে সব ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রগণ এ ব্যাপারে সুচনাতেই ক্ষমতাসীনদের নানাভাবে সাবধান করে আসছিল।



# অক্টোবর ১৯৭১

## ১ অক্টোবর

### শান্তি কমিটির সদস্যরা ব্যক্তিগত শত্রুতা ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করছে

১ অক্টোবর পাকিস্তানের তাহরিক-ই-ইস্তেকলাল পার্টির প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেনঃ

> কতিপয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং শান্তি কমিটির সদস্যরা আইন শৃংখলা পুনরুদ্ধারের নামে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে গ্রামাঞ্চলের লোকদের হয়রানি করছে। এতে নিরীহ মানুষ কষ্ট ভোগ করছে।

## ২ অক্টোবর

আসগর খানের উক্ত বিবৃতিকে খণ্ডন করে দৈনিক সংগ্রাম ২ অক্টোবর 'রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার আর নয়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> জনাব আসগর খান তার সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বেচ্ছামূলক সংস্থা ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে পাইকারীভাবে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম তিনি উল্লেখ না করলেও রেজাকার আলবদর বাহিনী ও মোজাহিদ বাহিনীর প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। শান্তি কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য যারা বুকের রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী ও হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে জনাব আসগর খানের এই শত্রুসুলভ অভিযোগ আমাদেরকে দুঃখিত করেনি বরং তার শূন্যগর্ভতা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে।

## ৪ অক্টোবর

### বিশ্ব শিশু দিবস

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তান সামরিক জান্তা কর্তৃক নির্বিচারে শিশু হত্যা যাদেরকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি, তারাই আবার বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে ভারতের শরণার্থী শিবিরের জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে ৪ অক্টোবর 'বিশ্ব শিশু দিবস' শীর্ষক শিরোনামে উল্লেখ করে,

> ''বিশ্ব শিশু দিবসের এ দিনে আমরা হিন্দুস্তানী উদ্বাস্তু শিবির নামক বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ আমাদের কয়েক লাখ শিশুর কথা স্মরণ করছি। পূর্ব পাকিস্তানী এ শিশুরা আজ হিন্দুস্তানী জল্লাদদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে রোগ, ক্ষুধা ও অপরিপুষ্টির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক শিশু মারা গেছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও কয়েক লাখ মারা যাবে।''

## ৭ অক্টোবর

### রেজাকার বাহিনীর হাতে ভারি অস্ত্র দেবার আহ্বান

'রেজাকার ও দেশপ্রেমিকদের দায়িত্ব'–এই শিরোনামে সংগ্রাম ৭ অক্টোবর একটি সম্পাদকীয়তে রেজাকার বাহিনীর হাতে ভারি অস্ত্র দেয়ার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেঃ

''রেজাকার বাহিনী নিয়োগের ফলে এজাতীয় দুষ্কৃতিকারীরা দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিভৃত পল্লী এলাকায় যেখানে শক্তিশালী রেজাকার বাহিনী গঠিত হয়নি, সেখানে এখনও তাদের দৌরাত্ম রয়েছে। প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে এসব দুষ্কৃতিকারী নির্মূল করতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমে রেজাকার বাহিনী গঠনই এর মোক্ষম প্রতিকার বলে আমরা মনে করি। তবে শোনা যায়, ভারত আজকাল নিজ ভূখণ্ড থেকে গোলাবর্ষণের সাথে সাথে দুষ্কৃতিকারীদেরকে ভারি অস্ত্র পরিবেশন করে। রেজাকারদেরকেও ভারি অস্ত্র দেয়া আবশ্যক।''

### মাদ্রাসা ছাত্র ও আলেমদের সামরিক ট্রেনিং দেবার দাবি

'ইত্তেহাদুল ওলামার বৈঠক-মাদ্রাসা ছাত্র ও আলেমদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেয়ার দাবী' শিরোনামে ৭ অক্টোবর সংগ্রামে একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এতে বলা হয়,

দেশ ও জাতির হেফাজতের জন্যে এই বৈঠকে দেশের প্রতিটি আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানান হয়।

### ৮ অক্টোবর

### ৩ জন রাজাকার শহীদ

৮ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতিকারী' ও রাজকারদের 'শহীদ' আখ্যায়িত করে দৈনিক সংগ্রাম প্রথম পাতায় বক্স করে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত একটি সংবাদ পরিবেশন করে। সংবাদটির শিরোনাম ছিল, 'দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে ঢাকায় ৩ জন রেজাকার শহীদ'।

### ৯ অক্টোবর

### শহীদ রেজাকাদের দাফন সম্পন্ন

৯ অক্টোবর নিজাস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত খবরে 'শহীদ রেজাকারদের দাফন সম্পন্ন' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপানো হয়।

### মুক্তি বাহিনী আসলে হিন্দুবাহিনী

'মুক্তিবাহিনী আসলে একটি হিন্দুবাহিনী' শিরোনামে দৈনিক সংগ্রাম প্রথম পাতায় একটি সংবাদ পরিবেশন করে।

### ১০ অক্টোবর

### স্বাধীন বাংলা জিগিরের উদ্দেশ্য

### মুসলমানদের হিন্দু বানানো

১০ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম যে উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করে, তার শিরোনাম ছিল 'বৈষম্যদূরীকরণ হিন্দুকরণ আন্দোলন'।

উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সূচনা ও তার বর্তমান অবস্থার প্রতি তাকালেও দেখা যায়—এ আন্দোলনের নায়ক ও কর্মীদের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ছিল না



এবং এখনও নেই। বিচারাধীন নায়ক শেষ মুজিবর রহমান পূর্ব-পাশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এ আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি 'স্বাধীন বাংলার' কথা ঘুণাক্ষরেও কোনো দিন মুখে উচ্চারন না করে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কৃত বেইনসাফী দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জনসমর্থন আদায় করেন।

.....শেখ মুজিবের বৈষম্য দূরীকরণের ভণ্ডামীমূলক ওয়াদার পেছনে যেমন পাক বাংলার মুসলমানদের বারটা বাজানোর বিচ্ছিন্নতাবাদের বিড়াল লুকানো ছিল, তেমনিভাবে হিন্দু নেতাদের 'স্বাধীন বাংলা'জিগিরের পেছনেও যে এদেশের মুসলমানদেরকে হিন্দু বানাবার পথ পরিষ্কার করা এবং এখানেও তাদের বহু আকাংখিত রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করণের মতলব নিহিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

### পাক সেনার সাথে তাদের বিরোধ অপরিহার্য ছিল

'সেনাবাহিনী ও রাজনীতি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে বর্বর পাকবাহিনীর পক্ষে ফপর দালালী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করে উল্লেখ করা হয়,

সেনাবাহিনীর সাথে কোন রাজনৈতিক দলের বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। তবুও যখন কারো ব্যাপারে ওঠে তখন মনে করতে হয়, দেশের রক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে কোন বিদেশের মতলব হাসিল করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যেহেতু পাকিস্তান চাইত না, চাইত 'বাংলাদেশ', তাই পাক সেনার সাথে তাদের বিরোধ অপরিহার্য ছিল।

### ১১ অক্টোবর

### রাজাকারের মৃত্যু

### গৌরবের মৃত্যু

মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় ৩ জন রাজাকার নিহত হলে দৈনিক সংগ্রাম শোক জ্ঞাপন করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। 'গৌরবের মৃত্যু' শিরোনামে এক-তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠা জুড়ে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

যে তিনজন রেজাকার দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁরা ছিলেন ছাত্র। কোন মহৎ উদ্দেশ্য মহৎ ত্যাগ ছাড়া লাভ করা যায় না-এ প্রেরণাই তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে রেজাকার বাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিল।

### রেজাকারদের হাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র না দিলে

### মন দুর্বল হয়ে যেতে পারে

সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

কেননা ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীরা সেনাবাহিনীর অভিযানের পরও যে ভাবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল, দ্রুত রেজাকার বাহিনী গঠন করে সর্বত্র মোতায়েন করা না হলে জনজীবন সম্পূর্ণ দুর্বিষহ হয়ে উঠতো।

.....সর্বত্র রেজাকার বাহিনী গঠিত না হলে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ পাহারার ব্যবস্থা না করা হলে পরিস্থিতি আরও জটিলতর হয়ে যেতো এবং নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুনরায় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাবো, তারা যেন দেশপ্রেমিকতা ও নির্তরযোগ্যতায় উত্তীর্ণ রেজাকার বাহিনীকে দুষ্কৃতিকারী দমনে আরও অধিক কলা কৌশল শিক্ষা দানের ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলায় তাদের হাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় রেজাকারদের মন দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, রেজাকাররা নিঃস্বার্থভাবেই দেশসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। সাধারণতঃ দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবার বর্গকে যেসব আর্থিক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে তাদের জন্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রেখেছেন রেজাকার. বা মোজাহিদদের শাহাদাতের পরও তাদের পরিবার বর্গকে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিধায়- ঐ সকল সুযোগ সুবিধা তাদেরও আবশ্যক।

## জামাতের যুব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত

জামায়াতের ১৯৭২ সালের সাংগঠনিক পরিকল্পনায় গুণ্ডামির মোকাবেলা করার জন্য 'যুব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত'--এই শিরোনামে ১২ অক্টোবর একটি সংবাদ দৈনিক সংগ্রামের তৃতীয় পাতায় পরিবেশন করা হয়।

## ১৩ অক্টোবর

## শরণার্থীর এক—তৃতীয়াংশ মহামারী, মন্বন্তর ও যুদ্ধে মারা গেছে

'শরণার্থী কি কেউ ফিরেনি?' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের জাতিসংঘের প্রতিনিধির সমালোচনা করে উল্লেখ করা হয়ঃ

''জাতিসংঘে আমাদের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা-ভাষণ-বিবৃতি কোন কিছু থেকেই কেউ এ কথাটি জানতে পেল না, ভারত থেকে কোন শরণার্থী ফিরে এল কিনা। এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। আমাদের সরকার যেখানে জানা ও অজানা পথে এ নাগাদ পৌনে দুলাখ শরণার্থীর ফিরে আসার কথা জানালেন, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিরা আজও ভারতে কিঞ্চিদধিক বিশ লাখ পাকিস্তানী শরণার্থীর গদ শুনিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের হাজার শুভেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারত কাউকে ফিরে আসতে দেয়নি বলেও তারা জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমাদের বিভিন্ন সূত্রে সৃষ্ট ধারণা হচ্ছে এই, এক তৃতীয়াংশ শরণার্থী ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে, এক তৃতীয়াংশ মহামারী, মন্বন্তর ও যুদ্ধে মারা গেছে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ ভারতে রয়ে গেছে। আমাদের প্রতিনিধিরা বিশ্বসভাকে এও জানিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থীদের ফিরে আসার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন এবং আমরা তা দ্রুত করে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, ভারতের বক্তব্যও এটাই ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া কোন শরণার্থী ফিরে যাবে না।

## তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর শতকরা ৯০ জন হিন্দু

উপরোক্ত শিরোনামে ১৩ অক্টোবর ৩য় পাতার এক তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেঃ

তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর শতকরা ৯০ জনই এখন হিন্দু এবং তাদের চালাচ্ছে ভারতীয় আর্মি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসাররা। এই হিন্দু যুবকদেরও অনেকে



আবার ভারতীয় নাগরিক। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে দস্যুতা ও নাশকতা চালাবার জন্য নয়াদিল্লী কর্তৃপক্ষ পুরোপুরিই ভারতের ভাঙ্কর পণ্ডিতের বর্গী দস্যু দল সাজিয়েছে।

## ১৪ অক্টোবর

## সফল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের আবেদনে রাজাকারদের নিয়োজিত করা হয়েছে

—জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক

'রেজাকাররা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন' শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেকের একটি বিবৃতি ১৪ অক্টোবর প্রকাশ করা হয়ঃ

রেজাকাররা সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কাজ করছে। সুতরাং তাদের দলীয় মনোভাব সম্পর্কেও চালিত প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

রেজাকাররা কোন বিশেষ দলের নিয়ন্ত্রাণাধীন নয়। বরং সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের যুক্ত আবেদনে তাদেরকে জাতিগঠনের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, তাদের প্রশংসা না করে কিছু সংখ্যক লোক তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, এতে করে তারা অন্তর্ঘাতকদের হাতকেই জোরদার করছে। তিনি আরো বলেন, বামপন্থীরা গোপনে রেজাকারদের কাজে বাধা দিচ্ছে।

## ১৮ অক্টোবর

## দেশটা আল্লাহর ফজলে টিকে গেল

'সংকট ও সমাধান' শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

শেষ পর্যন্ত তারা হেরে গেল, এ পবিত্র ভূমিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে, অসংখ্য বধূকে বিধবা করে, অসংখ্য মাকে সন্তানহারা করে ও সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনটা তচনচ করে দেবার পরও দেশটা আল্লাহর ফজলে টিকে গেল। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কেমন করে চরম বিপর্যয়ের মুখে মুসলিম সমাজ নতুন জীবন লাভ করে জেগেছে। পাকিস্তান সকল মতবাদ ও থিওরীকে মিথ্যা প্রমাণ করেই সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সকল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেই সে দেশ টিকে থাকবে।

পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না বা তার আদর্শের পরিচয় দিতে যেসব মহাজ্ঞানী ও বঙ্গপ্রেমিক লজ্জা পান, তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যাবার অধিকার আছে। পাকিস্তান ও ইসলামের নামে যাদের বমি আসে সেসব রস ধরে রাখতে আমরা চাই না।

## ২০ অক্টোবর

## মৌসুমী নেতাদের মত গোলাম আযমের দ্রুত পতনের সম্ভাবনা নেই

'তিক্ত হলেও সত্য' শিরোনামে উপসম্পাদকীয়তে গোলাম আযমের স্তুতি গেয়ে জামায়াতের মুখপত্রটি উল্লেখ করেঃ

রাজধানীর গোলযোগোত্তর পয়লা জনসমাবেশে প্রাদেশিক জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান সংকট সম্পর্কে তার স্বভাবসুলভ নির্ভীক সত্য ভাষণ পেশ করেছেন। সত্য ভাষণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই, কেউ তা যেমন সরাসরি অস্বীকার

করতে পারে না, তেমনি কারো কাছেই তা ষোল আনা সুখকর হয় না। ফলে এ ধরনের ব্যক্তিত্বের সার্বজনীন স্বীকৃতি পেতে কিছুটা সময় নেয়। কিন্তু বিলম্বে হলেও যখন তিনি স্বীকৃতি পেয়ে বসেন তখন মৌসুমী নেতাদের মত তার দ্রুত পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

বলা বহুল্য, এ ধরনের নেতারাই জাতি গড়েন জাতি তাদের গড়ে না। পক্ষান্তরে মৌসুমী নেতাদের ভাংগাগড়া জাতির হাতেই হয়ে থাকে। জাতি তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়ে একের পর এক প্রয়োজনান্তে গলা ধাক্কা দেয়। তারা গলা ধাক্কা দেয় না কেবল তাকেই, যার হাতে তারা নতুনভাবে গড়ে ওঠে ও জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাতে পারে। মানব জীবনের সামগ্রিক জীবন বিধান ইসলামের পতাকাবাহী অধ্যাপক আযমের গুরুত্ব হয়ত এখানেই।

## ২১ অক্টোবর

### রেডিও পাকিস্তানের সমালোচনা

'জাতীয় সংকট ও আমাদের প্রচার মাধ্যম' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয় রেডিও পাকিস্তানের সমালোচনা করে উল্লেখ করেঃ

> জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারীগণ এবং নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রেও রেডিও পাকিস্তান ঢাকার ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয়, ২৫ মার্চের পর কিছুদিন জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কিছু গান শোনা গেলেও আজ তা লোপ পেতে বসেছে। হিন্দুস্তানের বহুমুখী ষড়যন্ত্র জাল যখন জাতিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে, এবং দেশ যখন এক যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার কর্তা ব্যক্তিরা জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী গান রেডিও'র অনুষ্ঠান সূচী থেকে বিদায় দিতে বলেছেন, এটা ভাবতে বিস্ময় লাগে বৈকি, আমরা বুঝতে পারি না জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী গানে তাদের বিতৃষ্ণা থাকতে পারে, কিন্তু জাতির জন্য যে তার অত্যন্ত প্রয়োজন, একথা তাঁরা ভুলে যান কেন? বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী গান রেডিও পাকিস্তান ঢাকার কর্তা ব্যক্তিরা তৈরী করেননি তা আমরা জানি, কিন্তু ১৯৬৫ সালে তৈরী জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী গানগুলো আজ পরিবেশন করতে আপত্তি যে কোথায়, তা আমাদের বোধগম্য নয়।
>
> বর্তমান জাতীয় সংকট মুহূর্তে গ্রামদেশের মানুষের মন মানসের চাহিদা পূরণ, জওয়াবী অনুষ্ঠান প্রচার এবং জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী গান এবং নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার যে ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আমরা মনে করি তার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। প্রতিভাবান কবি, লেখক ও শিল্পীর, বহুবিধ অভাবের অভিযোগ কেউ তুলতে পারে, কিন্তু তা একটি দূরভিসন্ধিমূলক অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেশে দেশপ্রেমিক কবি, লেখক ও শিল্পীর কোনই অভাব নেই।

## ২২ অক্টোবর

### দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে শান্তি কমিটির সদস্য আহত

মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য শান্তি কমিটির সদস্যকে মুসল্লী হিসাবে চিহ্নিত করে 'দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে মুসল্লী আহত' শিরোনামে ২২ অক্টোবর স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ



> গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে একজন দুষ্কৃতিকারী খিলগাঁও মসজিদের সম্মুখে একজন মুসল্লীকে রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে মারাত্মকভাবে আহত করে।
>
> খিলগাঁও শান্তি কমিটির বিশিষ্ট সদস্য মোহাম্মদ হায়দার আলী ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে বাসার দিকে সামান্য অগ্রসর হলে দুষ্কৃতিকারীটি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

### তথাকথিত বাংগালী দরদীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে

মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যজনক তৎপরতাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করাই ছিল স্বাধীনতাবিরোধী এই পত্রিকাটির দৈনন্দিন কাজের একটি অংশ। 'তিক্ত হলেও সত্য' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়টিতে ২২ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সফল অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ঃ

> গত মঙ্গলবার ঢাকার মতিঝিলসহ হাবিব ব্যাংক ও ই.পি.আই.ডি.সি. ভবনের সামনে তথাকথিত বাংগালী দরদীরা চোরাই গাড়ী বোঝাই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আঠার জনকে হতাহত ও ছয়টি গাড়ী নষ্ট ও হাবিব ব্যাংকের ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ভেতরে হয়ত কোলকাতার মুজিবনগর বেতারটি সোল্লাসে ঐ কীর্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সদম্ভে প্রচার করেছে ঢাকায় মুক্তিসেনা হামলা চালিয়ে বহু হানাদার সেনা সারাড় ও হাবিব ব্যাংক ও ই. পি. আই .ডি.সি হাওয়া কারে ফেলেছে।

### হিন্দুর বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বলেছে

২২ অক্টোবর 'তিক্ত হলেও সত্য' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে ধর্মের ভেকধারী এই পত্রিকাটি মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য বস্তাপচা আরেকটি কল্প-কাহিনী উল্লেখ করা হয়ঃ

> জনৈক হাইস্কুল সেক্রেটারী যিনি স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা হেড মাষ্টারও ছিলেন, পালিয়ে ফেরার পথে আমাকে জানালেন, ভক্ত ছাত্ররা নাকি তাকে নিরাপত্তার জন্য কোন হিন্দু বাড়ীর আশ্রয় নিতে বলেছে। জিজ্ঞেস করলাম--তা নিলে যখন ল্যাঠা চুকে যেত, তখন বুড়ো বয়সে এরূপ পালিয়ে বেড়াবার কষ্ট স্বীকার করছেন কেন? সখেদে জবাব দিলেন, হিন্দুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যেখানে বুকের রক্ত দিয়ে পাকিস্তান গড়েছি সেখানে হিন্দুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে বাঁচব, এমন বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। সত্যি বলতে কি তার এ বেদনাবোধ আমাকেও বিচলিত করে।
>
> মনে পড়ে গত অবাংগালী নিধনযজ্ঞের সময় জনৈক অবাংগালী বন্ধু নাকি চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলেছিলেন, ভারতে হিন্দুর মার খেয়ে বাঁচার জন্য পাকিস্তানের মুসলমান ভাইদের কাছে আশ্রয় নিলাম। আজ দেখছি, তাদের হাতেও মরছি। এর চাইতে অমুসলিমদের হাতে মরাই তো উত্তম ছিল। অন্ততঃ শহীদ হবার আশা করা যেত।

## ২৩ অক্টোবর

### শ্রেণী সংগ্রামের নতুন পথ উন্মোচিত করা হয়েছে

অক্টোবর মাসের শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আসামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করলে দৈনিক সংগ্রাম উষ্মা প্রকাশ করে, 'আর এক ষড়যন্ত্র' শিরোনাম দিয়ে ২৩ অক্টোবর সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তের আর একটি নতুন জাল বোনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রকাশ বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ পরিকল্পিত বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তের সমর্থনে রুশীয় ছত্রছায়াপুষ্ট হিন্দুস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি বিশেষ সম্মেলন সম্প্রতি হিন্দুস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে হতাশা ও ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং শ্রেণী সংগ্রামের নতুন পথ উন্মোচিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

## ২৪ অক্টোবর
## তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে

'বিদ্রোহ কোনদিন সফল হয়নি' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে ২৪ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধাদের জ্ঞানদান করে উল্লেখ করা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগকে প্রদেশের মানুষ গত সাধারণ নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত করেছিল। এ জয়ের পেছনে একাধিক কারণের মাঝে যেটা সব চাইতে প্রধান ছিল সেটা হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্ন।

বর্তমানে যারা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়ে হিন্দুস্তানের হাতের পুতুল সেজে কাজ করছে এবং দেশবাসীর জীবনকেই আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তারা এখনও নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এ দেশের মানুষ ইতিহাসের এক বিরাট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে। তাদের নিজের ও জাতির জন্যেও এ উপলব্ধি বয়ে আনবে বিরাট কল্যাণকারিতা। সংগ্রামের জন্যে কোন দিনই সংগ্রাম হয় না। একটি মহৎ লক্ষ্য, আদর্শ ও কল্যাণকে সামনে রেখেই সংগ্রাম বা আন্দোলন পরিচালিত হয়। লক্ষ্যহীন জীবন যেমন কোনদিনে সুখী হতে পারে না, তেমনি লক্ষ্যহীন আন্দোলন বা সংগ্রামও জাতির জন্যে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যারা জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও লক্ষ্যের বিপরীত দিকে তাদের নিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়েছিল তাদের চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি এখনও যারা জাতিকে দুশমনের ইঙ্গিতে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টায় রত তারাও ব্যর্থতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে না। অবশ্য ইতিপূর্বে জাতির দুশমনদের ব্যর্থ করতে যেমন জাতিকে অনেক ক্ষয় ক্ষতি বরণ করতে হয়েছে এবার উক্ত ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ হবে সে তুলনায় বহুগুণ বেশি।

## ২৯ অক্টোবর
## গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও প্রতিষ্ঠানকে ভেজাল মুক্তকরতে হবে

'অফিস আদালতে শুদ্ধির প্রয়োজন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ২৯ অক্টোবর উল্লেখ করা হয়ঃ

সরকারী অফিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের সংবাদ পাওয়া গেছে। গত বাইশ তারিখে ঢাকার ষ্টেট ব্যাংক ভবনের চারতলায় একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। নারায়ণগঞ্জ জুট টেডিং করপোরেশনের পাটের গুদামে একাধিকবার



আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভঃ গার্লস হাই স্কুলের হেড মিষ্ট্রেসের বাসভবনে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এছাড়া গতকাল ডি আই টি ভবনের উপরের একটি তলায় বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এসব আত্মগোপনকারী অনুচরদের খুঁজে বের করে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান যতদিন না করা হবে, ততদিন তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলতেই থাকবে।

সুতরাং দেশ জাতির নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রদ্রোহী অনুচরদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য অবিলম্বে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও প্রতিষ্ঠানকে ভেজাল ব্যক্তিদের কবলমুক্ত না করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে নির্ভেজাল করার প্রচেষ্টা সফল হবে না।

## মুজিব ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন

মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীর এই পত্রিকাটি অরাজনৈতিক অশালীন ও চটুল কল্পকাহিনীর অবতারণা করে মুক্তিযুদ্ধের মহৎ চেতনাকে খর্ব করার জন্য ২৯ অক্টোবর 'রাজনৈতিক ধূম্রজাল' সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

বৈধ হোক কি অবৈধ, আমাদের মুজিবের সাথে যে তাঁর একটি সম্পর্ক আছে তা আজ আর তিনি রেখে ঢেকে চালাতে পারছেন না। তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না, এতে তাঁর গভীর মুজিব-প্রীতির তীব্র আবেগ প্রকাশ পেলেও মুজিবের তাতে অকল্যাণ কৈ কোন কল্যাণ হচ্ছে না।

মুজিব কোন প্রয়োজনে দু একবার ইন্দিরা দেবীর দিকে তাকিয়েছিলেন। সেটাকেই প্রেম ধরে নিয়ে ইন্দিরা দেবী যদি তাঁদের আদর্শ রমণী রাধিকার মত চির জীবন ভাগ্নের গান গাইতে থাকেন, তো আমাদের কিছুই বলার থাকে না। কিন্তু রাধিকা তো তার অন্তর্দাহে নিজে জ্বলে পুড়ে খাক হলেও একান্ত সখী ছাড়া এভাবে পাড়াময় গেয়ে বেড়াননি। এমনকি ভাগ্নের জন্য নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলেও নিরীহ সখীদের কৃষ্ণ অপহরনকারিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে মারার দুর্বুদ্ধি আঁটেননি। আমাদের সবিনয় নিবেদন, ইন্দিরা দেবী যদি একান্তই আমাদের মুজিবকে ভালবাসেন, তা হলে বিশ্বময় চেঁচামেচি করে মুজিবকে অধিকতর বিপন্ন না করে তাঁদের প্রেমের আদর্শ রাধিকার পথ অনুসরন করুন। সে পথেই মুজিব ও তাঁর তথা মুজিবের দেশ ও তাঁর দেশের কল্যাণ নিহিত। আশা করি ইন্দিরা দেবী আমাদের এ নিবেদনটি নারীসুলভ আবেগের অতিশয্যে উপেক্ষা করবেন না।''

## ৩০ অক্টোবর
## "জয়বাংলা" শ্লোগানটি সীমান্তের ওপার থেকে আমদানী করা

'বিভ্রান্তদের চেতনা ফিরে আসুক' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

''সব মুসলিম ভাই ভাই'' -এর পরিবর্তে ''বাঙালী বাঙালীভাই ভাই''
শ্লোগান তুলে যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রচার করছিল, পাকিস্তান জিন্দাবাদের পরিবর্তে যখন জয় বাংলার ধ্বনি তোলা হচ্ছিল, তখনই দেশের সচেতন মহল এর পরিণতি সম্পর্কে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, বলা হয়েছিল, এ শ্লোগান সীমান্তের ওপার থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আমদানী করা হয়েছে, সেদিন আমরাও একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধের সাহায্যে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

মুক্তি বাহিনীর নামে যারা সম্প্রতি প্রদেশে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে, বহু বিদেশী তথ্য থেকেও এটা প্রমানিত হয়ে গেছে যে, এতে কিছু বিভ্রান্ত মুসলমান যুবক থাকলেও আসলে এটা হিন্দু বাহিনী।

সুতরাং এ মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি পাকিস্তানীর ধর্মীয়, নৈতিক ও নাগরিক কর্তব্য হলো নিজেদের স্বার্থেই এ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষা করা।



# নভেম্বর ১৯৭১

## ১ নভেম্বর

### ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ও নাগরিক দায়িত্ব

উপরোক্ত শিরোনামে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> আমরা বর্তমানে ইতিহাসের এক চরম সংকট সন্ধিক্ষণে এসে উপনীত। ঘরে আগুন, বাইরে তুফান অবস্থাঃ এ অবস্থার জন্য কারা দায়ী সে বিচার একদিন ইতিহাসেই করবে। ....আভ্যন্তরীণ দুশমনের হাত থেকে শান্তি প্রিয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও দেশের সম্পদ রক্ষাকল্পে প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কি পরিমাণ এবং কি আকারের দায়িত্ব পালন করতে হবে তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

## ৪ নভেম্বর

### দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান

উপরোক্ত শিরোনামে প্রথম পাতায় মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়ঃ

> বিগত ২৫শে মার্চ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করার জন্য সামরিক তৎপরতা শুরু হবার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস অতিবাহিত হতে চলল। ২৫শে মার্চের আগে দেশের এ অংশের যে অনিশ্চয়তা সামজিক বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছিল, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর সেই পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে।.....নাগরিক জীবনকে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে দুষ্কৃতিকারীদের ক্রমবর্ধমান দুঃসাহসিক তৎপরতা। এক মাসের মধ্যে কয়েকবার ব্যাংক ডাকাতি তাও আবার প্রকাশ্য দিবালোকে। গড়পড়তা প্রতিদিন দু'তিনটে বোমা বিস্ফোরণ, বিভিন্ন লোকের বাসস্থলে গিয়ে হত্যা, লুটপাট ইত্যাদি কার্যকলাপ প্রাত্যহিক জীবনে নিরাপত্তা বোধের অভাব তীব্র করে তুলেছে। ....ভারতীয় চরদের এই দুর্বৃত্তপনার অবসান করা হবে। কেননা দিনের পর দিন যে হারে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা বাড়ছে, তাতে দুষ্কৃতি দমনের জন্য নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনমনে সংশয় জেগেছে।.....দুষ্কৃতিকারীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার ফলে নাগরিক জীবনে যে অনিশ্চয়তা বা নিরপত্তাহীনতা বোধের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।.....এ ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই হাজার হাজার তরুণ মুজাহিদ রেজাকার ও বদর বাহিনীতে যোগদান করে এদেশের সর্বত্র ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতিকারীদের একের পর এক খতম করে চলছে।

## ৭ নভেম্বর

### হয় শহীদ নয় গাজী

'বদর দিবস' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে প্রথম নিজেকে গড়ে তোলা ও পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য আদর্শ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি নিয়েই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।.....আজ ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ইহুদীসহ তাদের অন্যান্য দোসরদের

যোগসাজসে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। .....সুতরাং ঐতিহাসিক বদরের বীরত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত এই ১৭ই রমজানের পবিত্র দিনে প্রতিটি পাকিস্তানী মুসলমানকে বদরের বীর মুজাহিদদের ন্যায় হয় শহীদ নয় গাজী হবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাতিল শক্তি নির্মূলের বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করতে হবে।

## ৮ নভেম্বর

### পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে হবে

—জামায়াতে ইসলাম

প্রথম পাতায় বদর দিবস পালনের খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।.....এ দিন তেজগাঁ থানা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশের একটি খবর প্রথম পাতায় ছাপানো হয়। সভায় জামায়াতের জেনারেল সেক্রেটারী আব্দুল খালেক বলেনঃ

> পাকিস্তানের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে এখানে অনৈস্লামী মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির পরিচালিত সর্বতোমুখী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে হবে।

এ ছাড়া বদর দিবস উপলক্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের আয়োজিত মিছিলের খবরও দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশ করে। খবরে বলা হয়ঃ

> ''আল বদর দিবস উপলক্ষে গতকালে ঢাকা শহরে ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক বিরাট গণমিছিল বের করা হয়। মিছিলের শ্লোগান ছিল—বীর মোজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারত ভূমি দখল কর। ভারতীয় দালালদের খতম কর। হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্তান। আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে।''

### হিন্দু ইহুদী বাংলাদেশ

প্যালেস্টাইন সমস্যার কারণে ইসরাইলের প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানদের বৈরী মনোভাব রয়েছে। তাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য এই সংগ্রামের পেছনে ইসরাইলের হাত আছে বোঝানোর জন্য দৈনিক সংগ্রাম বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট গল্প প্রচার করত। এই লক্ষ্যেই ৮ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম ''হিন্দু ইহুদী পরিকল্পিত বাংলাদেশ'' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে,

> এক খবরে জানা গেছে ওপারের বাবু মার্কা বাঙালীদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ' সেনাবাহিনী গঠনের সমস্ত ব্যয়ভার ইসরাইল বহন করবে বলে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা ইবনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবা ইবনে ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন, উক্ত সেনাদলকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ইসরাইল নিজের সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিন্দুস্তানে প্রেরণ করবে এবং সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান, ট্যাংক, কামান ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে। তাছাড়া ইবনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইসরাইল যথাসময়ে তাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে।.....হিন্দুস্তানের পুতুল বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের স্বজাতিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সাথে পূর্ব থেকেই ইসরাইলের লক্ষ্যগত ঐক্য ছিল.....শেখ মুজিবের 'বাংলাদেশ' ছিল আসলে হিন্দু ইহুদীদের বাংলাদেশ।



### রেজাকারদের শক্তিবৃদ্ধির দাবি

মুক্তিবাহিনীর হাতে ক্রমাগত মার খেয়ে রাজাকাররা নাস্তানাবুদ ও হতোদ্যম হয়ে পড়ছিল। হতাশাগ্রস্ত রাজাকারদের চাঙ্গা করার জন্য, রাজাকারদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ৮ নভেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় রচনা করে। এতে উল্লেখ করা হয়ঃ

> দুশমন যেরূপ শক্তি নিয়ে হামলা করতে আসে প্রতিপক্ষকেও উপযুক্ত মোকাবেলার জন্য অনুরূপ কিংবা তার চাইতেও অধিক শক্তির অধিকারী হতে হয়। অন্যথায় দুশমনের হাতে পর্যুদস্ত হবার সমূহ আশংকা থাকে। ভারত পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে স্থানীয় এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত যুবকের সমন্বয়ে তার হিন্দু বাহিনীর দ্বারা ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।
>
> সবচাইতে ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী হিন্দু গুণ্ডারা মুসলমানী নামের লেবেল পরে এখানকার কতিপয় বিভ্রান্ত মুসলিম যুবকের সহায়তায় 'মুক্তির' নাম করে দেশপ্রেমিক নাগরিক এ আন্দোলনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের দমনে নিয়োজিত দেশপ্রেমিক রেজাকারদেরকেও অধিক শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা আবশ্যক। আমরা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং নির্ভরযোগ্য রেজাকারদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলাম।

### সেনাবাহিনীর পরই রেজাকারদের স্থান,

৭ নভেম্বর রেজাকার মহিমা কীর্তন করে সম্পাদকীয়তে আরো উল্লেখ করা হয়ঃ

> বলাবাহুল্য বর্তমান জাতীয় সংকটকালে আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী দেশের প্রতিরক্ষা জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দায়দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তাদের পরই রেজাকারদের স্থান। রেজাকার বাহিনী এবং এর শাখাদ্বয় আল বদর এবং আল শামস এর উপরই এ দেশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে।

## ৯ নভেম্বর

### এদের কি অপরাধ

উপরোক্ত শিরোনামে ৫ জন আহত ব্যক্তির ছবি দিয়ে একটি সংবাদ পরিবেশন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রায়শই এরূপ অলীক খবর প্রচার করা হত। খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

> প্রদেশে এ যাবত দুষ্কৃতিকারীদের নির্বিচারে বোমাবাজি ও দিন দুপুরে হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে অগণিত নিরপরাধ নানাবয়েসী লোক। বিধ্বস্ত হয়েছে ঘরবাড়ী, সেতু ও জনপদ। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র স্থানগুলো এদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ফলে মসজিদের পবিত্র অঙ্গন ভরে গেছে রক্তে আর হাসপাতালের সৌম্য পরিবেশ কলুষিত হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু গতকালের ঘটনা অতীতের সকল নৃশংসতাকে ম্লান করে দিয়ে পশুবৃত্তি ও হৃদয়হীনতার চরম নজীর স্থাপন করেছে। বোমার আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত বাওয়ানী একাডেমীর মাসুম ৭টি শিশু মিটফোর্ড

হাসপাতালের বেডে। দশম শ্রেণীর প্রথম ক্লাস চলাকালে অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারী স্কুলের বাইরের দিকের জানালা দিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করে।

### কনসোর্টিয়ামের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই

বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদে কনসোর্টিয়ামভুক্ত দেশগুলো পাকিস্তানকে সাহায্য দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলে কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে ৯ নভেম্বর 'বৈদেশিক সাহায্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> কনসোর্টিয়ামের কয়েকটি কট্টর পন্থী পাকিস্তানের সাহায্য দান পুনরারম্ভের বিরোধিতা করার জন্য নতুন নতুন যুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে। অর্থনৈতিক সাহায্যের সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত করার জবাবে পাকিস্তান সুস্পষ্ট বলে দিয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থজড়িত সাহায্য ও সাহায্যদাতার মুখেই ছুড়ে মারা হবে। পাকিস্তানের এ বলিষ্ঠ ঘোষণা পাকিস্তানের দৃঢ়চিত্ততার বিষয় সকলের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং এর সাথে অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে পাকিস্তানের ওপর কতিপয় কনসোর্টিয়ামভুক্ত দেশের রাজনৈতিক কুমতলব চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়।—কনসোর্টিয়াম থেকে শর্তযুক্ত কোন ঋণের প্রয়োজনই আমাদের নেই। দেশ-বিদেশের কোন দুরভিসন্ধি কোন দেশের উন্নয়ন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমরা কনসোর্টিয়াম দ্বারাই অধিকতর সহজ ও লাভজনক শর্তে বৈদেশিক সাহায্য পেতে পারি।

### ধ্বংসাত্মক কাজের মাত্রা বেড়েছে

সেনাবাহিনীর সকল সতর্ক অবস্থা উপেক্ষা করে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক দেশের সর্বত্র বেপরোয়া হামলা স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ও দৈনিক সংগ্রামকে হতবুদ্ধি করে দেয়। তাই ৯ নভেম্বর দিশেহারা হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে পত্রিকাটি 'ধ্বংসাত্মক তৎপরতা' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ব্যাংক ডাকাতি, সশস্ত্র রাহাজানি, প্রকাশ্য ও গুপ্ত হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কাজের মাত্রা বেড়ে চলেছে।
>
> এক্ষেত্রেও আমরা দুষ্কৃতিকারী ও বেআইনী ঘোষিত দলটির ছদ্মবেশী অনুচরদের মধ্যে সাধারণ ক্ষমার বেপরোয়া মনোভাব ও একে দুর্বলতার লক্ষণ মনে করার প্রেক্ষিতে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, এতে হয়তো হিতের তুলনায় বিপরীতটিই অধিক হতে পারে।.....

## ১০ নভেম্বর

পাকিস্তান সামরিক জান্তা ইতিপূর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পদ বাতিল করে সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় একটি প্রহসনমূলক উপনির্বাচনের আয়োজন করে। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ সে সময় যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল, তাতে উপনির্বাচন অসম্ভব হয়ে পড়ে।



স্বাধীনতাবিরোধী চক্র নির্বাচনে দাঁড়াবার সাহসই পায়নি, তাই মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ স্বাধীনতাবিরোধী ৭টি সংগঠন সামরিক জান্তার সাথে সলাপরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলো এবং ডাঃ মালেককে গভর্নর করে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন থেকে লোক বাছাই করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠনের প্রহসন অভিনয় সম্পন্ন করে। এই প্রহসনমূলক অভিনয় সম্পন্ন হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম উল্লাস প্রকাশ করে ১০ নভেম্বর 'তিক্ত হলেও সত্য' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> কোলকাতার বেনামী বেতার ও তার পাকিস্তানী দোসরদের বাহানার আর অন্ত নেই, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপনির্বাচন সম্পর্কিত ঘোষণা শুনে তাদের মাথায় যেন বাজ পড়েছে। .....তাহলে আর প্রচার নয়, বোমা কামান নিয়ে নামতে হবে নির্বাচন বানচালের জন্য, কিন্তু একি? পরস্পর বিরোধী সাতদল নির্বাচনকে এমনভাবে ম্যানেজ করে নিল যাতে করে সে প্লানও যে মাঠে মারা গেল। তারা যুক্তফ্রন্ট করে ৭৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের ২০ জন ছাড়া সবাইকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার করে নিল। একশ তিরানব্বই জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের একশ আট জনই এ নাগাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার করেছে। বলতে গেলে প্রায় সব সদস্যকেই তারা আপোষে মিলেমিশে পার করে নিয়ে নিচ্ছে। তা হলে বোমাবাজির আর পথ রইল কৈ? অতএব সব নষ্টের গোড়া ওই ইলেকশন কমিশন অফিসেই সব বোমা মেরে গণতন্ত্রের চরম প্রীতি দেখানো হল। একেবারে নির্বাচনী ল্যাঠাই চুকে গেল।

### অধ্যাপকের কারাদণ্ড

১০ নভেম্বর সংখ্যার প্রথম পাতায় ৯৩ জন সি. এস. পি. ও ৪২ জন ই.পি.সি.এস. এবং ৪ জন অধ্যাপকের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ৫০ ভাগ সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত হওয়ার খবর ব্যানার হেডিং দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ৪ জন অধ্যাপকের ভিতরে ছিলেন ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ২. আব্দুর রাজ্জাক ৩. ইংরেজির সারওয়ার মোর্শেদ ৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাজহারুল ইসলাম।

### ভারত আক্রমণ করলে কোলকাতা ও দিল্লীতে নামাজ পড়বো।

—আব্বাস আলী খান

উপরোক্ত শিরোনামে জামায়াতে ইসলামীর নেতা আব্বাস আলী খানের একটি বিবৃতি ১০ নভেম্বর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়ঃ

> ''পূর্ব পাকিস্তানের রেজাকার বাহিনী ও আল বদর বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, তারা প্রমাণ দিয়েছে যে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। ভারত যদি পাকিস্তানের উপর হামলা করে তবে তার ভুখণ্ডে যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং কোলকাতা ও দিল্লীতে নামাজ পড়ব। পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং পাকিস্তানের ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে দিয়েছে।''

কিছু রাষ্ট্রদ্রোহী কলকাতা থেকে বাবুদের ডেকে আনছে

১০ নভেম্বর ''বাবুদের আর এক রূপ'' শীর্ষক শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ঃ

> যেমন করে মীরজাফর কোলকাতা থেকে রবার্ট ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে ডেকে এনেছিল, তেমনিভাবে আমাদের অভ্যন্তরে কিছু রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক আজ কোলকাতা থেকে হিন্দু বাবুদের ডেকে আনছে এবং এদের সহায়তা নিয়ে ওপারের হিন্দু বাবুরা আমাদের জাতির মেরুদণ্ড শিশু ও শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে।
>
> — আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বেসামরিক রক্ষী বাহিনী হিন্দুস্তানী অনুচরদের উৎখাত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি অতি সত্বরই আমাদের দেশ থেকে হিন্দুস্তানী অনুচরদের শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে আর একটি বিষয়ের দিকেও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া দরকার। ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত সশস্ত্র হিন্দুস্তানী অনুচর ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজও অনেক বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসাত্মক কাজ সংঘটিত হওয়ার মূলে এরা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দান করে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধ্বংসাত্মক কাজ সাফল্যজনক ভাবে রোধ করা খুব সহজ হবে না। তাই অবিলম্বে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার উদারতা হিন্দুস্তানী দুরভিসন্ধিকেই সহায়তা দান করবে এবং তা কারোরই কাম্য হতে পারে না।

## ১১ নভেম্বর

### অধ্যাপক গোলাম আযম

### শেখ মুজিবের স্থান দখল করতে চাচ্ছেন

বাংলাদেশের জনগনকে শায়েস্তা করার জন্য ভূট্টো ও গোলাম আযম পাকিস্তান সামরিক জান্তার সাথে আঁতাত করে। এদের প্ররোচনায় আওয়ামীলীগকে বেআইনী ঘোষণা করে। এসময় সুযোগ সন্ধানী গোলাম আযম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সহায়তায় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবার চেষ্টা করলে ভূট্টোর সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ শুরু হয়। এসময় ভূট্টোর পিপলস পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী গোলাম আযমের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। বক্তব্যটি উপরোক্ত শিরোনামে ১১ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। অভিযোগে তিনি বলেনঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের জামাতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম শেখ মুজিবের স্থান দখল করার চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য সব কিছুই করেছেন।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা অন্যায় ও অশান্তির সহায়ক

পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নারকীয় গণহত্যা বিশ্বব্যাপী এতই নিন্দিত হয়েছিল যে, এত দিনের পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম সাহায্য দিতে অস্বীকার করতে



বাধ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিকে কটাক্ষ করে ১১ নভেম্বর 'শক্তির ভারসাম্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে ৩৬ লক্ষ ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম রফতানীর লাইসেন্স বাতিল ঘোষণা করেছে.....সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করে যদি নিরপেক্ষ ও শান্তিকামী হবার আত্ম প্রসাদ লাভ করতে চায়, তাহলে সেটা ভুল হবে।
>
> আসলে এ ধরনের নিরপেক্ষতা ও শান্তিকামিতা অন্যায় ও অশান্তির সহায়ক।

## ১২ নভেম্বর

### মুক্তিযুদ্ধকে গণহত্যার সাথে তুলনা

১২ নভেম্বর প্রথম পাতায় 'এ গণহত্যা কাদের স্বার্থে' শিরোনামে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত একটি নিবন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানকে গণহত্যার সাথে তুলনা করে উল্লেখ করা হয়ঃ

> গত কয়েকদিন ধরে রাজধানী ঢাকা ও তার উপকণ্ঠে দুষ্কৃতিকারীদের পৈশাচিক কসাইবৃত্তির হৃদয়বিদারক পুনরাবৃত্তিতে দেশের আপামর গণমানুষের বিক্ষুব্ধ চিত্তে আজ স্বভাবতই একই প্রশ্ন এ গণহত্যা কাদের স্বার্থে?

### বুদ্ধিজীবী হত্যার পরামর্শ

প্রগতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরাও ছিল জামায়াতে ইসলামীর জাত শত্রু। জামাত আল-বদর ও আলশামস্ বাহিনী গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ফ্যাসিস্ট জামাতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ইঙ্গিত দিয়ে 'রোকেয়া হলের ঘটনা' শিরোনামে ১২ নভেম্বর উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ,

> বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে যারা এ দুষ্কর্মকে সহায়তা করছে তাদেরকে যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তবে সেটাই সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে আমরা মনে করি। আর এর দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস থেকেও সকল ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করতে হবে। আমরা বহুবার একথা বলেছি যে, আমাদের অভ্যন্তর থেকে ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই শুধু আমরা হিন্দুস্তানী চরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পারি। সন্দেহ নেই এ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা যতই বিলম্ব করব আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ও নিরাপত্তাহীনতার পরিধি ততই বাড়বে।

## ১৩ নভেম্বর

### বাঙালী দরদীদের নৃশংসতা

উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেঃ

> বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে যারা ধ্বংসাত্মক কাজে তৎপর রয়েছে ভারতীয় বেতার ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্র তাদের সাধারণতঃ মুক্তিবাহিনী বলে আখ্যায়িত করে। এ মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিদেশী সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, ভারতীয়

অনুপ্রবেশকারী পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিন্দু যুবক এখানকার ভারতীয় দালাল জেল পলাতক কয়েদীসহ সমাজ বিরোধী চোর ডাকাত ও খুনীদের সমন্বয়ে ভারতে এ বাহিনীটি গঠন করে ধ্বংসাত্মক কাজের ট্রেনিং দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছে।

### কাসুরীর মন্তব্যের জবাবে গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে ১৩ নভেম্বর গোলাম আযমের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। পিপিপির ভাইস চেয়ারম্যান কাসুরী মন্তব্য করেছিলেন যে 'অধ্যাপক গোলাম আযম শেখ মুজিবের স্থান দখল করতে চাচ্ছে।' কাসুরীর এই মন্তব্যের জবাবে গোলাম আযম বলেনঃ

দেশপ্রেমিকদের গালি দিয়ে পিপিপি-র নেতারা রাষ্ট্রদ্রোহীদের সমর্থন করছেন।

## ১৪ নভেম্বর

### পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বদর বাহিনী গঠিত হয়েছে

—মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীদের নিয়ে আল বদর বাহিনী গঠিত হয়েছে। বাঙালী জাতি যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে সেজন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। এদের অত্যাচারে বাঙালী জাতি আরো বিপদক্লীষ্ট হয়েছে।

এই বদর বাহিনীর গুণকীর্তন করে তৎকালীন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর 'বদর দিবসঃ পাকিস্তান ও আলবদর' শীর্ষক শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

.....বিগত দুবছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনজাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। ....আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতার এদেশের ইসালাম প্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও ৩১৩ জন যুবকের সমন্বয়ে এক-একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।....আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যে দিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাড়িয়ে হিন্দুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে। আর সেদিনই পূরণ হবে বিশ্ব মুসলমানের অন্তরের অপূর্ণ আকাঙ্খা।

## ১৫ নভেম্বর

### জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য

—গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে গোলাম আযমের একটি বিবৃতি ১৫ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। '৭৮-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে পরাজিত গোলাম আযম প্রহসনমূলক উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়ায়



কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী তাঁবেদার তাকে অভিনন্দিত করলে তার জবাবে তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## ১৬ নভেম্বর

### ইনসাফের দাবী

—গোলাম আযম

উপরোক্ত শিরোনামে প্রথম পাতায় গোলাম আযমের একটি বিবৃতি ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের জামাতের ইনসাফের দাবী হচ্ছে দেশের সংহতি ও অখণ্ড স্বার্থে কোন একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে অবশ্যই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করতে হবে।

ভূট্টোর পিপলস্ পার্টি এতদিন অভিযোগ করে আসছিল যে গোলাম আযম শেখ মুজিবের স্থান দখল করতে চান, সেই অভিযোগের সত্যতা গোলাম আযমের উপরোক্ত বিবৃতিতে প্রমাণিত হয়।

### বিদেশী নাগরিকদের সন্দেহজনক তৎপরতা প্রসঙ্গে

অক্টোবর মাসে ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলার সচিত্র প্রতিবেদন বিদেশী সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে দৈনিক সংগ্রাম ১৬ নভেম্বর সম্পাদকীয়তে এসব বিদেশী সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করে। উপরোক্ত শিরোনামে লিখিত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়,

মতিঝিল পি. আই. এ অফিসের সন্নিকটে ই.পি.আই ডি.সি ভবনের সামনে কিছুদিন পূর্বে বোমা বিস্ফোরণের পূর্বক্ষণে তাদের উপস্থিত থাকা এবং সেদিন বায়তুল মোকাররম বিপনী কেন্দ্রের সামনেও বোমা বিস্ফোরণের মিনিট পনের পূর্বে এদের রহস্যপূর্ণ উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়। জানা যায়, ঘটনা ঘটার পূর্বাহ্নেই তাদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতি ও দ্রুত ছবি উঠিয়ে অকুস্থল থেকে সরে পড়ার বিষয়টি অনেকের কাছেই রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

### সাংবাদিকদের সংবাদ সরবরাহের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে

বাংলাদেশের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের খবর যাতে বিশ্ববাসী না জানতে পারে সে জন্য দৈনিক সংগ্রাম সাংবাদিকদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখারজন্য সামরিক জান্তার নিকট দাবী জানিয়ে ১৬ নভেম্বর ''বিদেশী নাগরিকদের সন্দেহজনক তৎপরতা প্রসঙ্গে'' শীর্ষক শিরোনোমে উল্লেখ করেঃ

.....পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রই যখন তার অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং দেশে জরুরী পরিস্থিতি বিরাজ করে তখন দেশী বিদেশী প্রত্যেক নাগরিক বিশেষ করে সাংবাদিকদের সংবাদ সরবরাহের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে কেননা এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো সময়ের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের খতিরে কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না। অন্যথায় দেশের বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দিতে পারে।

....সুতরাং হিপ্পীবেশীরাসহ সেসব বিদেশী....ও দেশী নাগরিকের গতিবিধি সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগে তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান হওয়া একান্ত দরকার।''

### পাকিস্তান আল্লাহর ঘর

—মতিউর রহমান নিজামী

ইসলামের ভেকধারী দৈনিক সংগ্রামে মতিউর রহমান নিজামী ১৬ নভেম্বর 'শব-ই-কদর একটি অনুভূতি' শীর্ষক শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় রচনা করেন। এই নিবন্ধে পবিত্র শব-ই-কদর-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধকে আঘাত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। উসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

> খোদাবী বিধানে বাস্তবায়নের সেই পবিত্র ভূমি পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। আল্লাহর এই পূত-পবিত্র ঘরে আঘাত হেনেছে খোদাদ্রোহী কাপুরুষের দল। এবারের শবে-ই-কদরে সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত উল্লেখিত যাবতীয় হামলা প্রতিহত করে, সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার এই তীব্র অনুভূতি আমাদের মনে সত্যিই জাগবে কি?

## ১৭ নভেম্বর

### মাওলানা মওদূদী ঐক্যজোট পরিচালনা যোগ্যতা রাখেন

মুসীলম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ ৭টি স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টি গঠন করে সামরিক জান্তার অধীনে একটি তাঁবেদার মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে। এই কোয়ালিশন পার্টির স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটির রচয়িতা ছিলেন বিতর্কিত ব্যক্তি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মওলানা মওদূদী। মওলানা মওদূদী এই ঘোষণাপত্র রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় দৈনিক সংগ্রাম ১৭ নভেম্বর স্বস্তি প্রকাশ করে 'সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টি' শীর্ষক শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে,

> .....সাতটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সাধারণ লক্ষ্য অর্জনসহ জাতীয় পরিষদে একটি যুক্ত দলিল হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে গত সোমবার লাহোরে একটি ঘোষনাপত্র সাক্ষর করেছেন। .....এ ঐক্যজোট গঠনের অন্যতম পুরোধা মওলানা মওদূদী ঐক্যজোটকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রাখেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা শুনে আনন্দিত যে, এ ঐক্যজোটের ফর্মূলা তৈরির জন্য তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। আমরা আশা করি, সে দায়িত্ব তিনি যথাযথই পালন করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যদি জাতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হন তাহলে এ ঐক্য তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমর্থ হবে।''

## ১৯ নভেম্বর

### পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরামর্শ

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে '৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে সামরিক জান্তা বেআইনী ঘোষণা করলে ভূট্টো এবং গোলাম আযম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। গোলাম আযম সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টি গঠন করে সামরিক জান্তার সাথে আঁতাত করে



একটি প্রহসনমূলক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক সভ্যের সদস্যপদ তখনও বহাল ছিল। তারা পার্লামেন্টে ভারসাম্য শক্তিতে পরিণত হয়। এই ভারসাম্য ভোট পাওয়ার জন্য গোলাম আযম জোর প্রচেষ্টা চালান। গোলাম আযম আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে আওয়ামী লীগের বহাল সদস্যদের ভোট নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করে। দৈনিক সংগ্রাম গোলাম আযমের বক্তব্যের সমর্থনে ১৯ নভেম্বর প্রথম পাতায় একটি খবর প্রকাশ করে।

প্রথম পাতায় 'রাজনৈতিক ভাষ্যকার' পরিবেশিত 'আওয়ামী লীগের বহাল সদস্যরা এখন কি করবেন?'

> পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতেই দিতে হবে। এজন্য পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমীন প্রাদেশিক জামায়াত প্রধান গোলাম আযমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে দেশের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জনপ্রিয় দাবী উত্থাপন করেছেন।
>
> অপরদিকে দেশের প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ভুট্টো বেসামাল হয়ে পড়েছেন।.....এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের বৈধ ঘোষিত সদস্যরা ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারবেন। তাই রাজনৈতিক মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আওয়ামী লীগের বৈধ সদস্যরা যদি জনাব ভুট্টোর দিকে ঝুঁকে পড়েন তাহলে পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দেশের নেতৃত্ব আসার সর্বশেষ সম্ভাবনাই সুদূর পরাহত হবে।

### আওয়ামী লীগের যে পরিণতি হয়েছে ভুট্টোরও সে পরিণতি হবে

ভুট্টো এবং গোলাম আযমের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠলে ভুট্টো হুমকি দেন যে, 'ক্ষমতা না পেলে তিনি বিপ্লব করবেন।' ভুট্টোর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ১৯ নভেম্বর 'কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ভুট্টোকে হুমকী দিয়ে উল্লেখ করেঃ

> ''পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা এক মীরজাফরের কবলে পড়ে যেভাবে ভুগছে, তার পুনরাবৃত্তি পশ্চিম পাকিস্তানে না হোক সর্বান্তকরণে আমরা কামনা করছি।
>
> .....পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা লোলুপ আঞ্চলিক দলটি যখন দেখল যে অখণ্ড পাকিস্তানে গদি যদি দখল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন ক্ষমতা দখলের জন্য সে অঞ্চল ভিত্তিক চিন্তা শুরু করে দিল। আর এটা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করল বেআইনী ঘোষিত দলটি। আওয়ামী লীগ দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। অবশেষে সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। ক্ষমতায় ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্ন আপাতত বাদ পড়ার পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদী দলের নেতা জনাব ভুট্টো চুপচাপ থাকলেন—সম্প্রতি পিপিপি প্রধান ভুট্টো বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত উপেক্ষা করে যদি পুতুল সরকার গঠন করা হয়, তাহলে বিপ্লব অনিবার্য।
>
> ....আমরা জানি দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের যে পরিণতি ঘটেছে নয়া ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য সে একই পরিণতি

অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবুও সরকার সমীপে আমাদের আরজ মুজিব চক্রান্তের ধাক্কাই আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি সুতরাং পুনরায় কাউকে ১৩ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে অনির্দিষ্টকাল ধরে খেলা করে যেতে দেয়া উচিত হবে না। ষড়যন্ত্র শিকড় গেড়ে বসার আগেই তার মুল্যেৎপাটন করা উচিত।''

### ভুট্টোর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির পরিণাম বুঝিয়ে দেয়া হবে

—সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টি

ক্ষমতা না পেলে বিপ্লব করার হুমকী প্রদান করলে সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টির ৮ জন নেতা ভুট্টোকে হুশিয়ারি করে দিয়ে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি উপরোক্ত শিরোনামে ছাপা হয়।

মওলানা মওদূদী ও নুরুল আমীনসহ ৮ জন নেতা স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে, ভুট্টোর সাম্প্রতিক হুমকি ও অশালীন উক্তির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

## ২০ নভেম্বর

'ঈদুল ফিতর' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নিহত পাকিস্তানের দালালদের স্বরণ করে উল্লেখ করা হয়ঃ

> আজকে এই ঈদ অনুষ্ঠান পালনকালে আমাদেরকে সেসব বীর শহীদের কথাও স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে হাজার হাজার শহীদ পীর ওলামা মাশায়াখকে, যারা এ পাকিস্তানের জন্য ভারতীয় চর ও হিন্দু গুণ্ডাদের হাতে রক্ত দিয়েছেন।
> ..... তেমনিভাবে ঈদের আনন্দ ছেড়ে দিয়ে যারা বর্তমানে দেশ ও জাতির শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামরত তাদের কথাও স্মরণ করতে হবে। তারা যেন দুশমনের উপর আরও বজ্রকঠোর আঘাত হানতে পারেন এজন্য দোয়া করতে হবে এবং তাদেরকে সকল প্রকার সহায়তা দিতে হবে।

## ২৩ নভেম্বর

'তিক্ত হলেও সত্য' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে পবিত্র ঈদের দোহাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়ঃ

> যারা ঈদের দিনকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাত্মক হামলার উপযুক্ত দিন ধার্য করে তারাও কি মুসলমান?.....আমরা অবৈধ আওয়ামীদের শহীদ মিনারে চণ্ডীমূর্তি, সরস্বতী, শেখ যুগ্মমূর্তি, অর্চনা ইত্যাদি সব হিন্দুয়ালী কায়কারবারে আশংকিত হয়ে বাঙালী মুসলমানদের যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

### মুক্তিযুদ্ধে সংগৃহীত তহবিল সম্পর্কে অপপ্রচার

বিদেশে কর্মরত বাঙালীরা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের তহবিলে জমা দেয়। এই অর্থ সরবরাহ দৈনিক সংগ্রামের গাত্রদাহের কারণ হয়। তাই সংগৃহীত তহবিলের বিষয়ে অপবাদ দিয়ে ২৩ নভেম্বর 'তথাকথিত মিশনের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের তথ্য প্রকাশ শীর্ষক' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ঃ



> বাংলাদেশ মিশন বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং তাদের সাপ্তাহিক সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় আড়াই লাখ পাউণ্ড। একমাত্র যুক্তরাজ্যেই তারা ৩৯ হাজার পাউণ্ড পেয়ে থাকে এবং প্রথমে তারা যা পেত এর পরিমাণ প্রায় তার অর্ধেক। তখন কুয়েত ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে কর্মরত পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল.....এই অর্থ লণ্ডনে বিশপ গেটে হাবিবোজ ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ও অন্য কতিপয় বড় বড় ব্যাংকে রাখা হয়েছে। ব্যাংকগুলো 'বাংলাদেশের' নামে একাউন্ট খুলতে অস্বীকার করে। ফলে আবু সাঈদে চৌধুরী বৃটিশ এমপি জন ষ্টোন ও অন্য একজন বৃটিশ যৌথভাবে এই একাউন্টের কাজ চালান।

## ২৪ নভেম্বর

### জরুরী অবস্থা ঘোষণা

এ সময় খুলনাসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় পর্যুদস্ত হলে ইয়াহিয়া খান ২৩ নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারি করেন। ২৪ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম ৮ কলামব্যাপী ব্যানার হেডলাইন দিয়ে জরুরী অবস্থার খবর পরিবেশন করে।

### কায়েদে আজমের বানী

২৪ নভেম্বর প্রথম পাতায় উপরোক্ত শিরোনামে জিন্নাহর বানী প্রচার করা হয়।

### ভারতের হামলায় গোটা জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে

প্রথম পাতায় উপরোক্ত শিরোনামে পরিবেশিত আরেকটি খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ

> ১২ ডিভিশনেরও বেশী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে ফেলে ৪টি ফ্রন্টে আক্রমণ শুরু করেছে।...পাকিস্তানের অজেয় সেনাবাহিনী ভারতের এই সর্বাত্মক হামলার যথাযথ মোকাবেলা করতে যাচ্ছেন। এই সাথে এই চরম সংকটের মোকাবেলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।
> ভারতের এই অঘোষিত আক্রমণের কথা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে শহরে-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে ঈমানী প্রেরণায় উজ্জীবিত মানুষেরা '৬৫ এর যুদ্ধ কালীন সময়ের মতই গর্জে উঠেছে।
> '৬৫ সালের মত এবারও পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনী ও জনগণ মিটিয়ে দেবে ভারতের যুদ্ধ সাধ। লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত করে তারা আর একবার ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতকে বুঝিয়ে দেবে তারা কোন জাতির বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে।

### রবীন্দ্র মার্কা লারেলাপ্পা গান

—নিজস্ব ভাষ্যকারের

২৪ নভেম্বর প্রথম পাতায় বক্স করে আরো একটি প্রতিবেদন 'জরুরী অবস্থা বনাম রেডিও পাকিস্তান' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়,

ভারতের সর্বাত্মক হামলা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরও রেডিও পাকিস্তান কওমী ও রণসঙ্গীতের বদলে রবীন্দ্রমার্কা লারেলাপ্পার গান ও চটুল গালগল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

### সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত থাকুন

২৪ নভেম্বর জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয়ঃ

> ''পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার খাতিরে সৈনিক হিসাবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।''

### আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে

—গোলাম আযম

জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গোলাম আযমের একটি বিবৃতি উপরোক্ত শিরোনামে ২৪ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ

> একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে চাইলে পাকিস্তানের পক্ষে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।.....পূর্ব পাকিস্তানের শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সকল দেশপ্রেমিক শান্তি কমিটির সদস্য এবং রেজাকারদের উন্নতমানের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য অধ্যাপক আযম দাবী জানান।

২৪ নভেম্বর ৫ কলামব্যাপী 'জরুরী অবস্থায় নেতৃবৃন্দের ডাক শিরোনামে আরো একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়।

### চেম্বারলেনী নয় চার্চিলী নীতি চাই

উপরোক্ত শিরোনামে ২৪ নভেম্বর সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

> ''তারা ক'মাসে আমাদেরই শরণার্থীদের এক পক্ষকে গেরিলা ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জন্য তৈরী করেছে। আমাদের ট্রেনিং প্রাপ্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশের পলাতক অংশটিকে সুসংহত ও সুসজ্জিত করে অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কার্যে নিয়োজিত রেখেছে। এমনকি আমাদের রণকৌশলে তারা নিজেরাও পূর্ণ শিক্ষিত হয়ে আমাদের ঘরে ও বাইরে, সামনে ঘায়েল করার সর্বাঙ্গীনব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছি। সঙ্গে মোমেনের খোদানির্ভর জেহাদী শক্তি সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দুর্নিবার যোগ চাঙ্গা হয়ে ওঠুক। আমাদের স্মৃতিপটে শুধু আল্লাহর এ অমোঘটুকু বিকীর্ণ থাক। গতিতে জীবন মম, স্থিতিতে মরণ। তা হলেই আমরা হিন্দু-ভারতের সাথে আমাদের হাজার বছরের বিজয় গৌরবের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারব।

## ২৬ নভেম্বর

### ঢাকা শহরে আল বদরের মিছিল

২৬ নভেম্বর প্রথম পাতায় আল বদরের মিছিলের খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়ঃ



> পাকিস্তানের পাক ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী ভারতের ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর ''আল-বদরের' উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি বায়তুল মোকাররম থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি প্রদক্ষিণ করে।

### দেহের শেষ রক্তবিন্দু দেবার আহ্বান

—আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দেন ২৬ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম তা প্রকাশ করেঃ

> ভারতীয় হামলার মোকাবেলায় দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

### প্রেসিডেন্টের প্রতি গোলাম আযমের আহ্বান

'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করুণ' শিরোনামে ২৬ নভেম্বর গোলাম আযমের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

২৬ নভেম্বর প্রথম পাতায় উপরোক্ত শিরোনামে আব্বাস আলী খানের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। জনাব খান বিবৃতিতে বলেন,

> এতে আর কোনই সন্দেহ নেই যে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার হীন মতলবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কতিপয় ফ্রন্ট নির্লজ্জ হামলা শুরু করেছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিজেদের সকল ভেদাভেদ বিসর্জন দিয়ে ভারতের এ হামলার মোকাবেলায় আমাদের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

## ২৭ নভেম্বর

### ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হলে একজন পূর্ব পাকিস্তানীর প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত

—গোলাম আযম

২৭ নভেম্বর উপরোক্ত শিরোনামে গোলাম আযমের বিবৃতিটি প্রচার করা হয়ঃ

> পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, জনাব ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে তাঁর পক্ষে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই মর্মে ঘোষণা আদায় করা উচিত যে, সে অবস্থাতে একজন পূর্ব পাকিস্তানী দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন।

## ২৮ নভেম্বর

### মুজিবের বিরুদ্ধে ভাসানী মোজাফফরের প্রতিশোধ গ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠে। বিশেষ করে ভাসানী, মুজিব ও মোজাফ্ফর-এর সমঝোতা মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেছিল। এই ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য ২৮ নভেম্বর 'এ্যালা কেমন বোঝতাছেন' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়ঃ

এক কথায় বলতে গেলে নাস্তিক কমুনিষ্টরা কিছু আওয়ামী লীগ ও কিছু ছাত্রলীগের মধ্যে ঢুকে আর কিছু বাইরে থেকে যেমন মুজিবের রাজনৈতিক আন্দোলনকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গেছে তেমনি তার তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনকেও এখন বারোটা বাজিয়ে নিজেদের লাইন পরিষ্কার করে নিচ্ছে। বলা বাহুল্য আসলে এটা হচ্ছে মুজিবের বিরুদ্ধে ভাসানী মুজাফ্ফরদের দীর্ঘ দিনের একটি প্রতিশোধ গ্রহণ।''

## ভাসানী মোজাফ্ফর সশস্ত্র সংগ্রামের শ্লোগান তুলেছিল

মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মদ ছিল জামাতের চক্ষুশুল। তাই তারা বিভিন্ন ভাবে ন্যাপকে নিষিদ্ধ করা ও ন্যাপ নেতাদের গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন ভাবে সামরিক জান্তাকে চাপ দিয়ে আসছিল। অবশেষে সামরিক জান্তা যখন ন্যাপকে নিষিদ্ধ করে ও ন্যাপ নেতাদের গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে তখন জামাতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে ২৮ নভেম্বর 'একটি গণদাবীর স্বীকৃতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

প্রেসিডেন্ট গত শুক্রবারে ন্যাপের সকল গ্রুপ ও উপদলকে নিষিদ্ধ করেছেন। ঘোষণায় কতিপয় ন্যাপ নেতার গ্রেফতারী আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়। .....অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ বর্তমানে দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন, মওলানা ভাসানীই প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেন এবং এক্ষনে তিনি পাকিস্তানের শুত্রুদের মধ্যে অবস্থান করছেন। ....বিচ্ছিন্নতাবাদীতদার অভিযোগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর সকল মহলেই যে প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেটা ছিল ন্যাপকে নিষিদ্ধ না করার বিষয়টি। এ কারণেই রাজনৈতিক তৎপরতা পুনর্বহালের অনুমতি প্রাপ্তির সাথে সাথেই জনগণ ও বিভিন্ন রাজনেতিক নেতা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত এ দলটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী তোলেন। বলা বাহুল্য এ দলটিই প্রথমে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। ভাসানী মুজাফ্ফর প্রমুখ ন্যাপ নেতা ও তাদের কর্মীরা বিচ্ছিন্নতার ও সশস্ত্র সংগ্রামের শ্লোগান দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিলেন। ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শেখ মুজিবের ন্যায় অপরিপক্ক ও শ্লোগানভিত্তিক রাজনৈতিক নেতার পক্ষে নিজের দলের বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।''

## ২৯ নভেম্বর

### টিক্কা খান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন

২৯ নভেম্বর 'আহসান নীতির ব্যর্থতার পর' শীর্ষক শিরোনামে টিক্কা খানের বর্বরতার প্রশস্তি গেয়ে ফ্যাসিষ্ট শক্তি জামাতের মুখপত্র উল্লেখ করেঃ

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর জনাব এস. এম. আহসান-এর ভদ্রতা ও জনপ্রিয়তা সুবিদিত। তবে তার এ ভদ্রতা ও জনপ্রিয়তার বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের যে বিপুল রক্তপাত দিতে হচ্ছে তাও কারো অজানা নেই। পক্ষান্তরে টিক্কা খানের হয়ত এত ভদ্রতার সুনাম ছিল না, ছিল না তেমনি জনপ্রিয়তার লিপ্সা। তিনি ছিলেনও মাত্র চার পাঁচ মাস। অথচ এ স্বল্পতম সময়ে তিনি আহসান সাহেবের ভদ্রতা ও জনপ্রিয়তার সৃষ্ট বিরাট বিদ্রোহ নস্যাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানকে



বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচালেন ও প্রদেশে পুনরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। তার ফলে দেশ প্রেমিক শান্তিপ্রিয় জনতা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল। একটি ধ্বংসোন্মুখ জাতি অল্পের জন্য বেঁচে গেল।

### আক্রান্ত হলে জেহাদ ফরজ হয়ে যায়

—মওদূদী

২৯ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর লিখিত একটি উপসম্পাদকীয় উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়,

''গত কিছুদিন থেকে হিন্দুস্তানী সৈন্যরা পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। তারা আমাদের ভুখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কোরআন আমাদেরকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে যে, সংখ্যাধিক্য বা সাজসরঞ্জামের প্রাচুর্যের দ্বারা মুসলমানদের শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় না বরং সত্যের উপর দৃঢ়তা এবং দৃঢ়তার উপর পূর্ণ আস্থার দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে ২০ জন যদি ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দশ জনের উপর জয়লাভ করবে আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে ১০০ জন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা এক হাজার জনের উপর জয়লাভ করবে।

## ৩০ নভেম্বর

### আসাম, পশ্চিম বাংলা, কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে ছাড়ব

—গোলাম আযম

৩০ নভেম্বর গোলাম সারওয়ারের একটি বাণী দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ

ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ঘোষণা করেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে নয় বরং এদেশের মুসলমানদের ঈমানের উপর হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো পরাজিত হয় না, তারা শহীদ অথবা বিজয়ী হয়ে গাজী হয়।

....জামায়াত নেতা বলেন, ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানরা যে ঐক্যবদ্ধ আজকের মিছিল তারই প্রমাণ। তিনি বলেন, আমাদের মানচিত্র অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। হানাদার শত্রুকে নির্মূল করে আসাম, পশ্চিম বাংলা, কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে আমরা এই মানচিত্র পূর্ণ করে ছাড়বো।

## জাতির পতাকা খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন

উপরের আলোচনা ও তথ্য প্রমাণ থেকে দৈনিক সংগ্রাম, জামাত ও মুসলিম লীগসহ স্বাধীনতা বিরোধীদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা আজ স্পষ্ট। ১৯৭১-এ জামাত তার ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে আল-বদর ও আলশামস বাহিনী গড়ে তুলে আমাদের কৃতি সন্তান বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিত ও পৈচাশিকভাবে হত্যা করেছিল সে বিষয়ে আজ বিতর্কের অবকাশ নেই। অথচ '৯১-এর ১৪ ডিসেম্বর জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামী বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের ভড়ং করে ভণ্ডামীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক তৎকালীন আল-বদর বাহিনীর কমাণ্ডার মাতিউর রহমান নিজামী বলেছেনঃ 'জামাত নয় আওয়ামী লীগই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। (১৫ ডিসেম্বর, আজকের কাগজ)

শুধু তাই নয় পাঠ্য পুস্তকেও খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অব্যাহত এই অপপ্রচারে জাতি আজ বিভ্রান্ত। এই সুযোগে জামাতসহ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সংবিধান থেকে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি খসে পড়েছে। শান্তি কমিটির নেতা আব্দুর রহমান বিশ্বাস আজ রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী হুমায়ুন খান পন্নী জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার। গণহত্যার নায়ক পাকিস্তানের পাসপোর্টধারী গোলাম আযম আজ জামাতে ইসলামীর প্রকাশ্য আমীর।

অত্যন্ত সুনিপুনভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে, 'স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলে জাতিকে আজ বিভক্ত করা যাবে না' এই যুক্তি প্রদর্শন করে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে গোলাম আযমসহ স্বাধীনতা বিরোধীদের মানবতা বিরোধী অপরাধ আড়াল করার অপচেষ্টা চলছে। যারা সচেতনভাবে এসব যুক্তি খাড়া করে জাতির দুশমনদের রক্ষা করতে চান তাদের বলতে চাই, জাতির চিহ্নিত শত্রুদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা আর জাতিকে বিভক্ত করা এক জিনিষ নয়। বরং এসব চিহ্নিত গণদুশমনদের বিচ্ছিন্ন করে জাতিকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ করতে পারলে জাতি শক্তি সঞ্চয় করে আরো বেগবান হবে।

জাতিকে বিভক্ত করা যাবেনা বলে যারা চিৎকার করেন তারাই আবার দুরভিসন্ধিমূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আসল নায়ক নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্ত করতে চান। অথচ দৈনিক সংগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই স্বাধীনতা বিরোধী এই পত্রিকাটি ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সকল শক্তিরই আক্রমনের লক্ষবস্তু ছিল শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, মনি সিংহ ও মোজাফ্ফর আহম্মদ। এতে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক কে ছিলেন।

অনেকে শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েও গোলাম আযম ও স্বাধীনতা বিরোধীদের অপরাধ লঘু করতে চান। কিন্তু মাওলানা



ভাসানী, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ প্রমূখ ব্যক্তিত্বের আবেগময় আহবানে সাড়া দিয়ে শেখ মুজিব ''সাধারন ক্ষমা'' করেছিলেন বটে, তবে তিনি 'দালাল আইন' বাতিল করেননি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধ তথা হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও গণহত্যার সাথে জড়িত দুষ্কৃতিকারীরা সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভূক্ত ছিলনা।

তবে যত সুক্ষ্মভাবেই স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করার চক্রান্ত চলুক জাতি একদিন তা প্রতিরোধ করবেই। সম্প্রতিকালে বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এই শিক্ষাই পাই। বিশ্ব জনমতের চাপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর কোরিয়ায় সংঘঠিত নারী নির্যাতনের জন্য জাপানকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। শুধু তাই নয় যেসব নারীদের পতিতা বৃত্তিতে জাপান বাধ্য করেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দিতেও স্বীকার করছে। চীন জাপানের উপনিবেশ থাকা অবস্থায় তাদের কৃত অপকর্মের ইতিহাস জাপানের পাঠ্য পুস্তক আড়াল করার জন্য চীনের কাছে জাপানকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। খোদ আমেরিকাও হিরোসীমা ও নাগাসাকিতে সংঘটিত পারমানবিক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য জাপানের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী যুদ্ধপরাধীদের খুঁজে পাওয়া গেলে আজও বিচার করা হয়।

সেইজন্য আমরা আশাবাদ দ্বারা পরিচালিত হই যে, 'কিছু সংখ্যক লোককে কিছু দিনের জন্য বিভ্রান্ত করা গেলেও সকল লোককে সকল সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়।' জাতির সামনে একদিন এই গণদুশমনদের সঠিক ইতিহাস উন্মোচিত হবেই এবং যেমনিভাবে জাপান, আমেরিকাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে, তেমনিভাবে স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিদের গণ আদালতে বিচার হবে।

---